

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত ভারতের বায়ুসেনা : রাষ্ট্রপতি



নয়াদিিল্লি, ৮ অক্টোবর : ভারতের দুর্জয় বাহিনী ভারতীয় বায়ুসেনাকে প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে কুর্নিশ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বায়ুসেনা দিবসে আমাদের সমস্ত বিমান যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা! আমাদের বিমান বাহিনী আরও উচ্চতা অতিক্রম করছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এঞ্জ মাধ্যমে আরও জানিয়েছেন, দেশে এমন একটি শক্তিশালী, সাহসী এবং গতিশীল বিমান বাহিনী নিয়ে গর্বিত যা চ্যালেঞ্জ মোকাবোলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আমি আমাদের আনুপ্রেরণাদায়ী বীরদের স্যালুট জানাই, যারা শুধুমাত্র আকাশ রক্ষা করেন না মানবিক সহায়তার জন্যও এগিয়ে থাকেন।

ভারতে সক্রিয় করোনা রোগী বেড়ে ৩৬৯

নয়াদিিল্লি, ৮ অক্টোবর : ভারতে ৪০০-র নিচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, তবে বিগত ২৪ ঘণ্টায় সামান্য বেোছে। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় বেোছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৬৯ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৯২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮-৮.১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১৯,৭৫৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-সম্প্যেলন টেস্ট করা হয়েছে। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেোট ২২০,৬৭,৭২,৫০৮-তে পৌছেছে।

সিকিমে নির্খোঁজ অসমের সেনা জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার



বাকসা (অসম), ৮ অক্টোবর : সিকিমের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নির্খোঁজ অসমের সেনা জওয়ান মিটু কলিতার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ রবিবার বিকালে বাকসা জেলার অন্তর্গত আনন্দবাজারের হাটখোলায় স্বগৃহে নিয়ে আসা হবে তাঁর মরদেহ। নিউ জলপাইগুড়ির একটি হাসপাতালের মর্গে গতকাল তাঁর পরিবারের লোকজন মৃতদেহাঁটি মিটু কলিতার বলে মূলতঃহ শনাক্ত করেছেন। গত ৫ অক্টোবর সিকিমে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নির্খোঁজ হয়েছিলেন সেনা জওয়ান মিটু। গতকাল সিকিমের লিংহেমতার এলাকা থেকে মিটুকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আজ বিকালে আনন্দবাজারের বাসগৃহে নিয়ে আসা হবে কর্মরতবন্দি মিটু কলিতার মৃতদেহ। এখানে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। এদিকে মিটু কলিতার মৃত্যুতে তাঁর বাড়ি তো বটেই, গোটা হাটখোলায় শোকাবুল পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান মিটু কলিতা অলিপুত্রদ্বারাে নিয়োজিত ছিলেন। বিভাগীয় নির্দেশে বন্যাতাঁদের ত্রাণ ও উদ্ধারে তিনি বন্যা কবলিত সিকিমে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিকিমের দুর্ঘোণে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁকে। প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর থেকে তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্ব, অঙ্গীকার ও উৎসর্গের জন্য ভারত গর্বিতঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিিল্লি, ৮ অক্টোবর : ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ''সাহসী বাহিনী''-কে শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্ব, অঙ্গীকার ও উৎসর্গের জন্য ভারত গর্বিত। রবিবার সকালে এঞ্জ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বায়ুসেনা দিবসে আমাদের বিমান যোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাই। প্রতিবছর ৮ অক্টোবর দিনটি বায়ুসেনা দিবস হিসেবে পালিত হয়। ভারতীয় বায়ুসেনা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অপারেশনাল বিমান বাহিনী। রবিবার সকালে এঞ্জ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বায়ুসেনা দিবসে আমাদের সাহসী বিমান যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারকে আমার শুভেচ্ছা। ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্ব, অঙ্গীকার এবং উৎসর্গের জন্য ভারত গর্বিত। তাঁদের মহান সেবা এবং আত্মত্যাগ নিশ্চিত করে যে আমাদের আকাশ নিরাপদ রয়েছে। ভারতের দুর্জয় বাহিনী ভারতীয় বায়ুসেনাকে প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানানলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে কুর্নিশ জানিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন



হিসেবে পালিত হয়। এদিন সকালে এঞ্জ মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, এই বাহিনীর সমস্ত কর্মী এবং তাঁদের পরিবারকে জানাই শুভেচ্ছা। আমরা আমাদের বিমান যোদ্ধাদের জন্য গর্বিত, যারা ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বদলে গেল ভারতীয় বায়ুসেনার পতাকা। রবিবার ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন পতাকার আবরণ উন্মোচন করেছেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ডি আর চৌধুরী। বায়ুসেনার প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি এবার অনুষ্ঠিত হয়

তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন পতাকার আবরণ উন্মোচন করেছেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ডি আর চৌধুরী। বায়ুসেনার প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি এবার অনুষ্ঠিত হয় তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় বায়ুসেনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এঞ্জ মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ম্যানুভর সময় সর্বদা দেশের স্বার্থকে নিষ্ঠার সঙ্গে সুরক্ষিত করেছে বায়ুসেনা। রবিবার সকালে এঞ্জ মাধ্যমে অমিত শাহ লিখেছেন, বায়ুসেনা দিবসে সমস্ত বিমান যোদ্ধাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইস্পাতের ডানা এবং সাহসী হৃদয়, দায়িত্ব, ভারতীয় বায়ুসেনা যুদ্ধ এবং শান্তির সময় দেশের স্বার্থকে নিষ্ঠার সঙ্গে সুরক্ষিত করেছে। এই উপলক্ষ্যে আমি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের অমূল্য সেবা এবং আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করছি।

সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আদিত্য এল-১, ভারতের সৌরযান সুস্থই রয়েছে : ইসরো

সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আদিত্য এল-১, ভারতের সৌরযান সুস্থই রয়েছে : ইসরো



বেঙ্গালুরু, ৮ অক্টোবর : পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ভারতের প্রথম সৌরযান আদিত্য এল-১। পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করার অনেকদিন পর আদিত্য এল-১ সম্পর্কে বাপডেট দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। রবিবার সকালে এঞ্জ মাধ্যমে ইসরো জানিয়েছে, সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আদিত্য এল-১, ভারতের সৌরযান সুস্থই রয়েছে। ইসরো জানিয়েছে, মহাকাশযান সুস্থ রয়েছে এবং সূর্য-পৃথিবী এল-১- এর পথে এগিয়ে চলেছে। একটি ট্রাজেক্টরি কারেকশন ম্যানুভর, যা মূলত প্রবিধান ছিল, ৬ অক্টোবর প্রায় ১৬ সেকেন্ডের জন্য সঞ্চালিত হয়েছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর সম্পাদিত ট্রান্স-ল্যাঞ্জনজান পয়েন্ট ১ সন্নিবেশ কৌশলটি ট্রাক করার পরে মূল্যায়ন করা ট্রাজেক্টোরিটি সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল। ট্রাজেক্টরি কারেকশন ম্যানুভর নিশ্চিত করে যে মহাকাশযানটি এল-১- এর চারপাশে হ্যাঁলেো কক্ষপথ সন্নিবেশের দিকে নিজ উদ্দেশ্যমূলক পথে রয়েছে। আদিত্য-এল ১ এগিয়ে চলেছে, কয়েক দিনের মধ্যে ম্যাগনেটোস্ফিটার আবার চালু হয়ে যাবে।

কর্ণাটকে আতশবাজির দোকানে আগুনে মৃত্যু বেড়ে ১৪, মালিক ও তার ছেলে গ্রেফতার

বেঙ্গালুরু, ৮ অক্টোবর : কর্ণাটকের আত্তিবলে আতশবাজির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪-তে পৌছেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোকানের মালিক ও তার ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার আতশবাজির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে, সেই সময় দোকানে কর্মপক্ষে ৩৫ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয় শনিবারই। রবিবার সকালের মধ্যে আরও দু’জন প্রাণ হারিয়েছেন। সর্বমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪ হয়েছে। রবিবার সকালে কর্ণাটকের ডিজিপি অলোক মোহন বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩৫ জন এখানে কাজ করছিলেন। দোকানের মালিক ও তা ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত করছি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিজিপি আরও বলেছেন, এটি একটি আতশবাজির দোকান। এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ৫ জন, তাঁদের মধ্যে দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তের পরই জানা যাবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ।

বায়ুসেনা দিবসে বিমান যোদ্ধাদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের

ভোপাল, ৮ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষ্যে বিমান যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী রবিবার ৮ অক্টোবর ৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। এই উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভারতীয় বিমান বাহিনীর সমস্ত বিমান যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দেশের সেবায় এই বিমান যোদ্ধারা অসাম্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, আমি ভারতীয় বায়ুসেনা দিবসে সমস্ত বিমান যোদ্ধাদের স্যালুট জানাই। তোমাদের অসামান্য সাহস, বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য ভারতের আকাশে শত্রুদ্বা আসতে ভয় পায়। তোমাদের জন্য আমরা নিরাপত্তা রয়েছে। দেশের প্রতি তোমাদের সাহসিকতা ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তোমাদের জন্য আমরা গর্বিত। জয় হিন্দ।

বদ্রীনাথের ও কেদারনাথ, উত্তরাখণ্ডের দুই পবিত্র ধাম দর্শনে যোগী আদিত্যনাথ

চামোলি, ৮ অক্টোবর : বদ্রীনাথের পর কেদারনাথ মন্দিরও দর্শন করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুই পবিত্র ধামে পূজোও দিয়েছেন তিনি। শনিবার বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, আর রবিবার তিনি কেদারনাথ মন্দির দর্শন করেছেন। কেদারনাথ মন্দির দর্শন করার পর যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, শ্রী বদ্রীনাথ ধাম ও কেদারনাথ দেখার সুযোগ পেলাম আমি। বদ্রীনাথ ধাম নতুন মনির্দার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে...দেশে এমনকি সারা বিশ্বের যোথানেই ভক্তরা বাস করেন তারা বিপুল বিশ্বাস এবং উত্তেজনা নিয়ে এখানে আসেন... লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই তীর্থখানে আসছেন এটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। এর আগে শনিবার বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন করেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি মানা পাস গ্রামেও যান, সেখানে গিয়ে সেনা জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলেন।

সিকিমের বিপর্যয়ে ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ফুলবাড়ি, ৮ অক্টোবর : সিকিমের বিপর্যয়ে নির্খোঁজ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ রুকের ছয়জন পরিযায়ী শ্রমিকে এই ক্রিসমের বিপর্যয়ের পর থেকে মাথাভাঙ্গা-২ রুকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ছয়জন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ করতে পারছে না পরিবার। স্বাভাবিকভাবেই ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার চিন্তায় রয়েছেন। যদিও ওই শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদেরকে টিকাদার জানিয়েছেন, সকলে ভালো আছেন। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাঁদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কথা বলতে না পারায় সকলেই উদ্ভিগ্ন। কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য সিকিম সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরাও সবরকম খোঁজ খবর নিচ্ছি।’

শিয়ালদহ স্টেশনে কাগজ-ভিত্তিক কিউ আর টিকিটের প্রবর্তন

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : যাত্রীদের সুবিধা বাড়াতে এক নৈপুনিক উদ্যোগ নিয়েছে মেট্রো রেলওয়ে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে (গিন লাইন) পেপার-ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে এই করিডোরের শিয়ালদহ স্টেশনে ১১.১০.২০২৩ (বুধবার) থেকে চালু হবে চলছে। যদি এই ট্রায়ালটি সফল হয় তবে বিদ্যমান টোকেন সিস্টেমটি ধীরে ধীরে অপসারণের সাথে এই করিডোরের পুরো অংশ জুড়ে পেপার ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিটই সিস্টেম প্রয়োগ করা হবে। এই পরীক্ষার সময়কালে, কিউআর কোডে টোকেনও জারি করা হবে। এই উদ্যোগ সময়কালে, কিউআর কোডে টোকেনও জারি করা হবে। এই উদ্যোগ সময়কালে, বাস্তবায়নের জন্য যাত্রীদের মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

হামাস জঙ্গিদের হামলায় ইজরায়েলে মৃত্যু ৩০০-র বেশি, আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ১,৫৯০ জন

গাজা, ৮ অক্টোবর : হামাস জঙ্গিদের হামলায় রক্তন্যায বইছে ইজরায়েলে। এখনও পর্যন্ত ৩০০-র বেশি ইজরায়েলি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১,৫৯০ জন আহত হয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এঞ্জ মাধ্যমে ফের ঝুঁপিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, যে সব জায়গার, হামাস মোতায়েন রয়েছে, লুকিয়ে আছে সেই খরাপ শহর, আমরা সেগুলিকে ধ্বংসত্বুপে পরিণত করব। আমি গাজার বাসিন্দাদের বলছি, এখনই চলে যান, কারণ আমরা সর্বত্র অভিযান, চালাব।যুদ্ধ যোষণার পরেই শুরু হয়ে গেল লড়াই। শনিবার দুপুরে ইজরায়েল সরকার যুদ্ধ পরিস্থিতি’ যোষণার পরেই গাজা ভূখণ্ডের

প্যালেস্তেনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের একাধিক টিকনায় শুরু হয়েছে কয়েকশো প্যালেস্তেনীয় যোদ্ধা শনিবারই চুকে পড়েছে ইজরায়েলের



বিমান হামলা। জবাব’ দিয়েছে হামাসও। গাজার সীমানা পেরিয়ে ভূখণ্ডে পাশাপাশি, নতুন করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

আজ আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি, চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত

নয়াদিিল্লি, ৮ অক্টোবর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ (৯ অক্টোবর) নতুন দিল্লিতে ন্যায় ও স্থিতিস্থাপক কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার ওপর আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। ১২ থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলন। ৪-দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল

অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) এবং কনসালটেডট গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। আইসিএআর-এর মহাপরিচালক ডঃ হিমাংশু পাঠক বলেছেন, সম্মেলন এবং এই সম্মেলনের থিম, সাম্প্রতিক জি-২০ শিখর সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ যা দ্ব্যর্থহীনভাবে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে সমর্থন করে।

এই সম্মেলনে প্রধান বক্তাদের মধ্যে থাকবেন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার, ভারতের জি-২০ প্রেসিা অমিতাভ কান্ত এবং সিজিআই এয়ার-এর অন্তর্বর্তী কালীন নির্বাহী ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক অ্যান্ড ক্যান্সেলেরো। সম্মেলনে প্রায় ৬০টি দেশের ৬০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রেম সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক অজয়ের, সিকিম সরকারের পাশে দাঁড়ালো কেন্দ্রীয় সরকার

গ্যাংটক, ৮ অক্টোবর : মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হাপা বানে লভভদ্র অবস্থা সিকিমে। প্রাকৃতিক এই দুর্ঘোণের সময় সিকিম সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার। সিকিমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার কেন্দ্রীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বন্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র বলেছেন, সিকিম বা। বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং সেখানে

রাস্তা ও পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আমরা একটি দল গঠন করেছি যাতে কৃষি, সড়ক, জল ও জ্বালানি মন্ত্রকের আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইটিবিপি এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকদেরও এখানে পাঠানো হয়েছে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং বলেছেন, রাজ্যে বন্যার বিষয়ে আমরা মন্ত্রী অজয় কুমারের

সঙ্গে একটি বৈঠক করেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং গোটা কেন্দ্রীয় সরকারের সিকিমের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে একসঙ্গে কাজ করছে। কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং আমরা বিআরও এবং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গেও কাজ করছি। আমি সিকিম সরকারকে অবিলম্বে তহবিল দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

রাঁচিতে জল জীবন মিশন অফিসে হামলা পিএলএফআই জঙ্গিদের

রাঁচি, ৮ অক্টোবর : ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে জল জীবন মিশন অফিসে হামলা চালায় পিএলএফআই জঙ্গিরা। এই হামলার পর প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা চিন্তায় পড়ে গেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে রাঁচির লাপুং থানার দোলাচাঁচা গ্রামে। জঙ্গিরা জলজীবন মিশনের অফিসে থাকা ১৫ জন কর্মীকে পিটিয়ে আধমরা করে দেয় বলে অভিযোগ। টাকার দাবিতে ক্ষিপ্ত হয়ে অফিসের একটি ঘর পুড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা। এক পুলিশ থানার অফিসের ১৫ জন কর্মীকে বেষ্ট্রডক মারধর করে বলে পিএলএফআই জঙ্গিদের জড়িত



সকালে জানান, শনিবার গভীর রাতে হঠা করে ২০-২৫ জন মুখোশধারী অফিসে হামলা চালায়। তারা অফিসের ১৫ জন কর্মীকে বেষ্ট্রডক মারধর করে বলে অভিযোগ। এই মুখোশধারীরা

নিজেদের পিএলএফআই নকশাল বলে পরিচয় দেয়। ভাৎচুরের পর মুখোশধারীরা একটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ডিএসপি রজত মণি বখালা জানান, ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় অন্ধিত নামে এক ব্যক্তির জড়িত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, এটি নকশাল হামলা নয়। একই গ্রামের কয়েকজন যুবক জল জীবন মিশনের অফিসে হানা দিয়েছে। তাদের সবার পরিচয় পাওয়া গেছে। গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছে। অভ্যুত্থক্তদের গ্রেফতারের জন্য জোরদার তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ।

৯- ১২ অক্টোবর ইতালি ও ফ্রান্স সফরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিিল্লি, ৮ অক্টোবর : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৯ থেকে ১২ অক্টোবর ইতালি ও ফ্রান্স সফর করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দুই দেশ সফরের প্রথম ধাপে রোমে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রিসেস্তোর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। রবিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তি এই তথ্য জানিয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় ভারত ও ইতালির মধ্যকার সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ নিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, রাজনাথ সিংয়ের সফরের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি প্যারিসে তাঁর ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী মন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকনুর সঙ্গে পঞ্চমতম বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বৈঠক করবেন। সম্প্রতি ভারত ও ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫ বছর উদযাপন করছে। দুই দেশের মধ্যে গভীর দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক করবেন। চিইও ও প্রতিরক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, রোম এবং প্যারিসে শিল্প সহযোগিতার সম্ভাব্য সুযোগ নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করবেন। চিইও ও প্রতিরক্ষা শিল্পের বর্ধীমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন সরকারি আধিকারিকরা সহ বেশ কয়েকজন শিল্পপতিও এই সফরে যাচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলিান মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের

ভোপাল, ৮ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং গল্পকার মুন্সি প্রেমচাঁদকে তাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উভয় মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে তিনি তাদের প্রতি বিনশ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান সোশ্যাল মিডিয়া এঞ্জ-এ পোস্ট করে লেখেন, আমি লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণজির প্রতি বিনশ্র শ্রদ্ধা জানাই, উনি তাঁর বিপ্লবী চিন্তার আলোয় দেশকে রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতবর্ষ প্রাণ্ড জয়প্রকাশ নারায়ণজির প্রগাঢ় চিন্তা ও দর্শনের উজ্জ্বল আলো সর্বদা যুবসমাজকে জাতীয় সেবা ও সমাজকল্যাণে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্য একটি বার্তায়, মুন্সি প্রেমচাঁদকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী চৌহান লেখেন, আমি মহান গল্পকার, ঔপন্যাসিক সপ্রাট, মুন্সি প্রেমচাঁদজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। উনি উনার অনন্য লেখার মাধ্যমে চরিত্র এবং সৃষ্টিকে অমর করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্থ্য। আপনার অমূল্য রচনা যেমন গোদান, গাবন, নির্মলা, ইন্দানা, বৃধী কাকি, সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
আজ ২০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ৮ অক্টোবর ২০২৩, ৫৩৭ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ২১ আশ্বিন, চান্দ্র ২৪ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাংব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২৩ আশ্বিন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ১৬ আশ্বিন ১৯৪৫, মৈতৈ ২৪ লাংবন, আসাম ২০ আহিন্, মুসলিম ২৩-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫৩২৩০ এবং অস্ত্ বিকাল ০৫১৫১৯। চন্দ্র উদয় রাত্রি ১২৪৩০১(৮) এবং অস্ত দুপুর ০২২৩৪১(৯)। কৃষ্ণ পক্ষ। তিথি নবমী (রিক্তা) সকাল ঘ ১১১৯৪২ দং ১৪২৭৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্র পুষ্যা শেষ রাত্রি ঘ ০৪৩৫৫৯ দং ৫৭৩২৩.৫ পর্যন্ত পরে অশ্বেষা করণ গরু সকাল ঘ ১১১৯৪২ দং ১৪২৭৪৫ পর্যন্ত পরে বিজি রাত্রি ১২০৯৪৫ দং ৪৬৩৫৫৭.৫ পর্যন্ত পরে দ্বিঃ যোগ সিদ্ধ অমৃতযোগ দিন ০৬৯৯২৭ থেকে - ০৮৪০০১ পর্যন্ত, তারপর ১১৪৭২৬ থেকে - ০২৫৪৫১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭৪২৫১ থেকে- ০৯২১০৮ পর্যন্ত, তারপর ১১৪৮৩৫ থেকে - ০১২৬৫২ পর্যন্ত, তারপর ০২১৬০১ থেকে- ০৫৩২৩৬ পর্যন্ত। মহেশ্রযোগ দিন ০৩৪১৪২ থেকে - ০৪২৮৩৩ পর্যন্ত। কুলিকা বেলি দিন ০৩৪১৪২ থেকে - ০৪২৮৩৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩০৫১০ থেকে- ০৩৫৪১৮ পর্যন্ত। বারবোলা দিন ০৯৫৬০৯ থেকে - ১১২৪০০ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১২৪০০ থেকে - ১২৫১৫১ পর্যন্ত। কালারাত্রি ১২৫৬০৯ থেকে - ০২২৮২৮ পর্যন্ত। প্রশংফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৫২০৪২৪ (১৩) ৪ পদ, চন্দ্র ৩১৬৭১৩ (৮) ৪ পদ, মঙ্গল ৬২২২৮ (১৪) ২ পদ, বুধ ৫১২৬০৪৬ (১৩) ১ পদ, বৃহস্পতি ০২০৪০৪৬ (২) ৩ পদ, শুক্র ৪৩৫৭১১ (২০) ২ পদ, শনি ১০৩২২৩০ (২৩) ৪ পদ,রাহু ৩৩২৫৪২ (১) ২ পদ, কেতু ৬৩২৫৪২ (১৪) ৪ পদ,বৃহস্পতি বর্দ্ধি,শনি বর্দ্ধি। লগ্ন কন্যা রাশি সকাল ০৬১৬০৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৮৩০১৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১০৪৬০৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১২৫১২০ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০২৩৮২৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৪১১৩৯ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৫৪২৪৩ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৭২৫১৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রা় ০৯২১৩৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রা় ১১৩৪৫৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০১৫০৪১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৪০২০০ পর্যন্ত।
রাশিফল
মেষ
ছোট সন্তানের লেখাপড়ার দিকে বাড়তি নজর দিন। দেখে শুনে বাবসায় অর্থ বিনিয়োগ করন।
বৃষ
পিতামাতার সঙ্গে সন্তান বজায় থাকবে। সপ্তাহের শেষের দিকে কর্মপূর্বে বদলি হওয়ার যোগ।
মিথুন
অত্যধিক কাজের চাপের জন্য ক্রান্তিভাব বৃদ্ধি পাবে। সাধনামে খরচ করন।
কর্কট
স্ত্রী সঙ্গে বনিবনা না হলেও সন্তানের কথা ভেবে মানিয়ে চলার চেষ্টা করন।
সিংহ
সৃজনশীল কাজে উন্নতির জন্য ভালো কাজের বরাত মিলতে পারে। সকলের কথা না শুনে নিজের কথা শুনলে ভাড়া হবে।
কন্যা
আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় এখনই মোট অক্ষের শ্রমিকের ব্যবস্থা করবেন না।
তুলা
এই সময় তাদের দুর্খটিনার যোগ লক্ষ করা যায়। ব্যবসায় অভূতপূর্ব উন্নতি টিকাদারি ব্যবসায় ভালো কাজের বরাত আসতে পারে।
বৃশ্চিক
পুরনো কোনও শত্রু গোপনে আপনার অনিষ্ট সাধন করতে পারে।
ধনু
কর্মক্ষেত্রে উৎর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বদন্যতায় উন্নতির যোগ। বিপদে নবধুকে পাশ পাবেন।
মকর
কর্মপ্রাণীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেলেও ব্যবসাতেও নিশ্চিতরূপে সাফল্য আসবে।
কুম্ভ
পড়ে থাকা পারিবারিক সম্পত্তি থেকে আয় হওয়ার সম্ভাবনা।
পেশার চেষ্টা করলেও বিশেষ কিছু করতে পারবে না। সাদা রঙের থেকে দূরে থাকুন।
মীন
আয়ার তুলনায় ব্যয় বেশি হবে। গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও বিশেষ কিছু করতে পারবে না। সাদা রঙের থেকে দূরে থাকুন।

বাংলার পরম্পরাগত শিল্পের ধারায় সেজে উঠছে মহানগরের পুজো মণ্ডপ

শুভরুদ্র দাস, ৮ অক্টোবর : বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারায় এ বছর সেজে উঠছে কলকাতার একাধিক পুজো। বাঙালির দুর্গা পূজোর মণ্ডপ হচ্ছে অস্থায়ী প্রদর্শনীর মতো। সেখানে আধ্যাত্মিক চেতনার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। এ বছর কলকাতার একাধিক পুজো কমিটি বাংলার লোকাযত শিল্পধারাকে মণ্ডপ নির্মাণের থিম বা ভাবনা হিসেবে ভেবে নিয়েছে। কংক্রিটের সোভী বিশ্বায়িত পৃথিবী ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে পরম্পরাগত শিল্পকে। সেই ভাবনা দিয়েই এ বছরের দক্ষিণ দাড়ি ইয়ুথসের নিজেদের পুজো মণ্ডপ সাজিয়েছে। দক্ষিণ দাড়ি কুমার পাড়ার একটি সংস্করণ তারা তুলে ধরেছে। ২৩ তম বর্ষে দক্ষিণ দাড়ি ইয়ুথসের নিবেদন যাপন কথা। ইট, কাঠ, পাথরের শহর কলকাতা ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কুমার পাড়া দক্ষিণ দাড়িকে। ফলে বিপন্নতার দিকে এগিয়ে চলেছে মুশিল্লা কলকাতায় ছাঁচের প্রতিমা তৈরীর প্রদর্শনীর কেন্দ্র হচ্ছে দক্ষিণ দাড়ি। আর সেই মুশিল্পের কেন্দ্রই আধুনিক নগরোন্নয়নের কারণে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। শিল্পী অনির্বাক দাসের ভাবনায় দাড়ি ইয়ুথসের পুজো মণ্ডপ সেজে উঠছে। তিরিশ হাজারেরও বেশি পোড়ামাটির ছাঁচের তৈরি প্রতিমা ও পুতুল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। তিন লক্ষেরও বেশি মাটির ভাড়া মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই মণ্ডপ ভাবনার সহশিল্পী তন্ময় বৈরাগী জানিয়েছেন, গত ছয় মাস ধরে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে। পুরনো দিনের মূর্তির ছাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে। দক্ষিণ দাড়ির পাশাপাশি দন্তপুকুর থেকেও ছাঁচ



চেয়েছেন যে ক্রমশ কংক্রিটের চক্রবৃ্যুহে বন্দী হয়ে গিয়েছে পরম্পরাগত ও প্রাচীন লোকশিল্প। দক্ষিণ দাড়ি ফেলে আসা ইতিহাসকেও পোড়ামাটির কারুকার্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশাল একটি হাঁড়ির গায়ে শিল্পীদের নাম দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের পুরনো বাড়িগুলো যে ক্রমশ বড় বড় অট্টালিকার চাপে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটাও মণ্ডপ সজ্জার ভাবনায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও যে সকল মুখ দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য, গৌতম বুদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিমা। এছাড়াও বিশেষভাবে বিভিন্ন

ধরণের মনসার ঘট ও প্রতিমা মণ্ডপ নির্মাণে স্থান পেয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের পিংলার পটচিত্র, হাওড়ার ঐতিহাসালী রানী পুতুল এবং টেপা পুতুল দিয়ে সেজে উঠছে দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ার শহীদ নগর সার্বজনীনের পুজো। পটচিত্রের মাধ্যমে বাঙালি জাতির বারোমাসে তেরো পার্বণকে তুলে ধরা হয়েছে।

সেখানে রয়েছে ভাইসেন্টা, রাথি বন্ধন উৎসব, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমা, শ্মুলে অনুষ্ঠিত হওয়া সরস্বতী পুজো। এর পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্যকেও পটচিত্রের মাধ্যমে মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরা হয়েছে।পটচিত্রের মধ্যে গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির সাধনাকে তুলে ধরা হয়েছে। পট পুতুলের মিশলে ৭৪তম বর্ষকে উদ্‌যাপন করবে এই পুজো। যাদবপুর থানার কাছে শহীদ নগর কলোনীতে অবস্থিত এই পুজো। মণ্ডপ নির্মাণে হাওড়া জেলার ঐতিহাসালী রানী পুতুল এবং টেপা পুতুল ব্যবহার করা। রানী পুতুলগুলি মূলত উৎং থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। হাওড়া জেলার

বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলা রানিপুতুল এবং টেপা পুতুলের কথাকে শহরবাসীর সামনে তুলে ধরবে এই পুজো। পুজোর মূল ভাবনা হচ্ছে পদ্মালয় পদার্পণ। মণ্ডপ সজ্জার ভাবনা ভেবেছেন শিল্পী মানস রায়। বঙ্গ জীবনের লোকজ শিল্পে শিব দুর্গার মিলন অনবদ্য ভাবে যুগের পর যুগ ধরে বাঙালি জাতির মনকে আবেগঘন মুহূর্তে নিয়ে গিয়েছে। আর সেই ভাবনাকে নিজেদের মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরেছে দক্ষিণ কলকাতার কুঁদঘাট পশ্চিম পুটিয়ার ব্যানার্জি পাড়া রোডের পল্লী উন্নয়ন সমিতির পুজো। পুজো কমিটির সম্পাদক শুভম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এ বার ৬৯তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পুজো। এ বারের ভাবনা মিলন। বাংলার লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকপার্বণে শিব দুর্গার যে মিলনকে দেখানো হয়েছে সেটাই মণ্ডপ ভাবনায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় ছয় মাস ধরে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে। মণ্ডপ নির্মাণে দক্ষিণ কলকাতার এই পুজো গম্ভীরা মুখোশের ব্যবহার করেছে। মালদহ থেকে আগত শিল্পীরা মণ্ডপ চত্বরে বসেই গম্ভীরা মুখোশ তৈরি করেছে। চতুর্থীর দিন মালদহ থেকে আগত ১২ জন শিল্পীর একটি দল গম্ভীরা নৃত্য মণ্ডপ চত্বরে পরিবেশন করবে। পটচিত্রের শিল্পীরা এসেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থেকে। বাংলাদেশের শিল্পী অন্ধুর সিংহার আঁকা দুটি ছবির অনুকরণ মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। কাশীঘাটের পট, অথও মেদিনীপুরের পটশিল্প, উত্তরবঙ্গের পটের ধারা মণ্ডপ নির্মাণ তুলে ধরা হয়েছে। শিব এবং দুর্গাকে বঙ্গ জীবনের প্রতীক হিসেবে মণ্ডপ সজ্জায় ভাবা হয়েছে। ৫৮ তম বর্ষে

মহানগরের বৃকে কংসাবতী সুবর্ণরেখার নিটল বাতাসে মাখা টুসু পরবকে প্রতিষ্ঠা করল তেলেঙ্গাবাগান সার্বজনীনের দুর্গা পুজো। শহরবাসী এবার জানবে টুসুমণির কথা। অগ্রহাষ্যের সংক্ৰান্তি থেকে পৌষ মাসের সংক্ৰান্তি পর্যন্ত চলে এই টুসু পর্ব। পৌষ সংক্ৰান্তির দিন চৌড়লে করে টুসুকে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে বিসর্জিত করা হয়। টুসু মণির আরাধনায় কোনো বৈদিক মন্ত্র নেই। রয়েছে গান। সংগীতের মাধ্যমে টুসু পুজো করা হয়। মণ্ডপ ভাবনা ভেবেছেন গবেষক ও শিল্পী গোপাল পোদ্দার। গত পাঁচ মাস ধরে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে। দু’ফুট থেকে শুরু করে কুড়ি ফুট পর্যন্ত চৌড়লে তৈরি করা হয়েছে। কয়েকটি আবার বেত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ার রাত থেকে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে মণ্ডপ। তেলেঙ্গাবাগান সার্বজনীনের মণ্ডপের প্রধান পবেশদ্বারের আকৃতি চৌড়রের মতোই দেখতে। এই মন্ডপ নির্মাণে যে বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে সেটি এসেছে মেঘালয় থেকে। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের দাপটে হারিয়ে যাওয়া চোঙা শিল্পকেও মণ্ডপের নির্মাণশৈলীর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এই পুজোর আনুষ্ঠানিক ভাবনার নাম হচ্ছে প্রান্ত্র জনের আত্মকথন। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ আজাদ গড় বন্ধুবান্ধব পরিবারের আয়োজনে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলো দুর্গা পুজো। সাত বছরের মধ্যে এই প্রথমবার তারা ভাবনা বা থিম কেিঃ দ্রুপ পুজো কথা ভেবেছেন। সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মুশিল্পীদের। তাদের জীবন সংগ্রামকেই পুজোর মূল ভাবনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুজোর ভাবনার আনুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে প্রলেপ।

উত্তরপাডায় বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন, গ্রেফতার ১



বনম্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৮ অক্টোবর : বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার যুবক। হিন্দুমোটর কারখানা চত্বরে নিকাশি ড্রেন থেকে শনিবার উদ্ধার হয় ওই যুবকের পরিচয় জানার পর অভিযোগ দায়ের হয় উত্তরপাড়া থানায়,অভিযোগ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেফতার অভিযুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তরপাড়া শিবতলা এলাকায় থাকেন বিজয় প্রামাণিক। অভিযোগ, গত শুক্রবার বিকেলে তাঁর বন্ধু পিকু ঘোষ ওই যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ওই দিন রাত্রিবেলা আর বাড়ি ফেরেননি বিজয়। পরিবারের তরফে বিভিন্ন জায়গায় চলে খোঁজাখুঁজি। এরপর শনিবার রাত্রিবেলা পুলিশ মারফত বাড়ির লোক জানতে পারেন হিন্দুমোটরের একটি বন্ধ কারখানায় নিকাশি ড্রেন থেকে থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। যুবকের পরিবার গিয়ে উত্তরপাড়া স্টেট ফোরেনস হাসপাতালে দেহ শনাক্ত করে। মৃতের নাম বিজয় পরামানিক বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী এলাকায় ২৯ বছর বয়স বিজয় বাবু বুদ মদ খেতেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি গ্যাস গোড়াউনে কাজ করতেন। আরও জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে মৃতদেহের পকেটে গাজার পুরিয়া পাওয়া গিয়েছে, ময়না তদন্তে জানা গিয়েছে মৃতদেহের কানের কাছে আঘাতের চিহ্ন আছে। এরপর রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ উত্তরপাড়া থানায় যুবকের মা বনলতা পরামাণিক লিখিত অভিযোগ করেন। বনলতাদেবীর বক্তব্য, তাঁর ছেলে বিজয়কে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় পিকু। বিজয় বাড়ি না ফিরলেও পিকুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে গেলে পিকুর দেখা মেলেনি। পুরোনো শত্রুতার জেরে ছেলেকে খুন করেছে পিকু। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে পুলিশ অভিযুক্তকে সোমবার শ্রীরামপুর কোর্টে তুলবে। ঘটনার বিষয়ে উত্তরপাড়ার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায় বলেন,অভিযোগ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশের এই তপরতা যি দিয়ে অপরাধ অনেক কমে যাবে। দেয়ী যেই হোক তার উপযুক্ত শাস্তি হোক।

ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে মানুষকে সচেতন করতে ‘যমরাজে’র দেখা মিলল হাওড়ার রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ অক্টোবর : ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে মানুষকে সচেতন করতে এবার ‘যমরাজে’র দেখা মিলল হাওড়ার রাস্তায়। রবিবার হাওড়ার ২৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় দেখা যায় এই ‘যমরাজ’কে। যে সকল মানুষজন রাস্তায় বেরিয়েছেন বা লোকানে বিক্রেতা, ক্রেতাদের কাছে নিজেই হাজির হয়ে যান ‘যমরাজ’ স্ময়। সকলে যাতে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন হন সেই সচেতনতার বার্তা দেন ‘যমরাজ’। এদিন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শৈলেশ রাই ‘যমরাজ’কে নিয়ে হাওড়ার রাস্তায় ঘুরে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন। এদিন এই অভিনব কর্মসূচি প্রসঙ্গে প্রাক্তন কাউন্সিলর বালেশ্বর রাই বলেন, আমার ওয়ার্ডে এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আছে। এখন চাইব মানুষকে সচেতন করে এইভাবেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করে রাখব যাতে একটাও কেস না থাকে। যতক্ষণ না পথে নামা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সচেতন হবেনা। মানুষ একমাত্র ভগবানকেই জানে। যাতে মানুষ ভগবানের কথা শুনে নিজেকে বাঁচবার চেষ্টা করে এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখে তাই এই উদ্যোগ। এইভাবে শুধু নিজেই নয়, মানুষ সমাজকেও বাঁচাবে।

চেন্নার অফ কর্মার্স ভারতের সামাজিক স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনাকে আলিঙ্গন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ক্যালকাটা চেন্নার অফ কর্মার্স, খোলা অস্ত্র দিয়ে ভারতীয় আর্থিক ল্যান্ডস্কেপে একটি পরিবর্তনমূলক মাইলফলককে স্বাগত জানায়। মিসেস মমতা বিনানি, অ্যাডভোকেট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা চেন্নার অফ কর্মার্স ইনস্টেট সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ এর জন্য তার উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, এসএসই হল একটি গেম-চেঞ্জিং প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের বিনিয়োগের উপাধকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার সম্ভাবনা রাখে। সামাজিক কল্যাণে। এটি প্রভাবশালী প্রকল্পের জন্য নিবেদিত মূলধন অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে আমাদের সমাজে একটি বান্ধব পার্থক্য তৈরি করতে সামাজিক উদ্যোগগুলিকে ক্ষমতা দেয়। এই যুগান্তকারী উদ্যোগের উপর আলোকপাত করার জন্য, বিশেষজ্ঞ জনাব রবীন্দ্র চামারিয়া এবং রোটেরিয়ান শেখর নেহত্যা, সামাজিক উদ্যোগের সংজ্ঞা, এসএসই তালিকা প্রক্রিয়া এবং এটি যে সুবিধাগুলি অফার করে সেগুলির মতো বিষয়গুলির উপর তাদের অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেন।

হালিশহর এবং কাঁচাড়াপাড়াতেও পৌঁছে গেল সিবিআই, সেখানেও পুর নিয়োগ মামলায় চলছে অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : পুর নিয়োগ মামলায় কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর এবং কাঁচারপাড়াতেও পৌঁছে গেল সিবিআই। রবিবার হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায়ের বাড়িতে যায় সিবিআই। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। রবিবার সকালে অংশুমানের বাড়িতে যায় সিবিআইয়ের চার সদস্যের একটি দল। তাঁর বাড়ির আলমারি ঘটেে কাগজপত্র বার করে দেখতে থাকেন আধিকারিকরা। একটি সূত্রে খবর, হালিশহর পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি বিষয়ে প্রাক্তন পুরপ্রধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সিবিআই অফিসাররা। অন্য দিকে,

‘একা একা লড়াই করা উচিত নয়’ হাওড়ার হাসপাতালে চালু হয়েছে বিসিএসজি লঞ্চ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ অক্টোবর : কানসার রোগীর অ্যাডভোকেসি গ্রুপ বেঙ্গল ক্যান্সার সাপোর্ট গ্রুপ’ একটি নীতিবাক্য নিয়ে চালু হয়েছে একা একা লড়াই করা উচিত নয়’ হাওড়ার নারায়না হাসপাতালে, বিসিএসজি লঞ্চ অনুষ্ঠানে তাদের লোগো উন্মোচন করে এবং সমস্ত ক্যান্সার রোগীদের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে পেন্‌সেট অ্যাডভোকেসি গ্রুপ- বেঙ্গল ক্যান্সার সাপোর্ট গ্রুপ চালু করার সাথে সাথে, পশ্চিমবঙ্গে আজ ক্যান্সার রোগীদের এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের জন্য আশা, সমর্থন, যত্ন এবং অ্যাডভোকেসি প্রদানের জন্য একটি নতুন যাত্রা শুরু করেছে। নারায়না হাসপাতাল, হাওড়া থেকে পূর্ণ সমর্থনে, বিসিএসজি আজ হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে চালু করা হয়ে এবং গ্রুপটি সমস্ত ক্যান্সার রোগী এবং যন্ত্রণীদের জন্য তার আশার বাতিঘর উন্মোচন করেছে। বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিশেষজ্ঞ এবং ক্যান্সার থেকে ঝেঁষে যাওয়া ব্যক্তিরা এই অঞ্চলে একটি নতুন সূচনা দেখতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এনএইচ, হাওড়া ক্যান্সার সারভাইভারস মিটও লঞ্চ অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বিসিএসজি ক্যান্সারোৎক্রান্তব্যক্তিরের জীবনে আলো হয়ে ওঠার লক্ষ্য রাখে, যাতে কেউ একা এই যুদ্ধের যথোমুখি না হয়।একটি অনুপ্রেরণামূলক বার্তায়, হাওড়ার নারায়ণ হাসপাতালের মেডিক্যাল অনকোলজির একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ডাঃ চন্দ্রকান্ত এমভি বলেছেন, বেঙ্গল ক্যান্সার সাপোর্ট

কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদমা রায়ের বাটিতেও



সিবিআই তল্লাশি চলছে। সুদমার কাঁচাড়াপাড়ার বাড়িতে গিয়েছেন সিবিআই-এর প্রতিনিধিরা। ওই পুরসভায় কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির

অভিযোগে তদন্ত চলছে বলে সিবিআইয়ের একটি সূত্রে খবর।

১৬৬-তম বর্ষে পা রাখছে মধ্য কলকাতার রায় পরিবারের পুজো, দেখতে আসছে ইউনেস্কো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : মধ্য কলকাতার বদনচাঁদ রায় পরিবারের পুজো এবার ১৬৬-তম বর্ষে পা রাখছে। শহরের শতাব্দী প্রাচীন বনোদিয়ারার ঐতিহ্যশালায় এটি অন্যতম একটি। খাতায় কলমে রায় পরিবারের পুজোর বয়স ১৬৬ বছর। ১৮৫৭ সালে বদনচাঁদের হাত ধরেই মধ্য কলকাতার কবিরাজ লেনে রায় পরিবারের দুর্গাপূজোর শুরু। ১৯৪৬ সালে হিংদু-মুসলমান দাঙ্গার কারণে এই বাড়ি থেকে পুজো অন্যত্র সরলেও পরের বছরই তা স্থান্নে ফিরে আসে। তদানিন্তন পুলিশ কর্তা সতরত মুখার্জির অনুরোধে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে বদনচাঁদ রায়ের কেনা বাড়িতেই ফিরে আসে পুজো। সেই থেকে বদনচাঁদের পঞ্চম পুরুষ এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এখন মধ্য কলকাতার রায় পরিবারের কর্তা পশুপতি রায়ই পুজোর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এ বছর কলকাতার দুটি বনোদি পরিবারের পুজো দেখতে আসবে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল। তার মধ্যে একটি মধ্য কলকাতার এই রায় বাড়ি।

বৃষ্টি দুর্যোগ কাটতেই গরমের দাপট শুরু, তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়



কলকাতা, ৮ অক্টোবর : বৃষ্টির দুর্যোগ কেটেছে, আর বৃষ্টির দুর্যোগ কাটতেই শুরু হয়েছে গরমের দাপট। তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়, পারদ চাছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই। রবিবাসরীতেও সেভাবেই পুজো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৫ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এই মুহূর্তের দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির জরুটী নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ৯ থেকে ১১ অক্টোবর সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে কমেই দিকেই থাকবে বৃষ্টিপাত। মহানগরীতেও সেভাবে হবে না বৃষ্টিপাত। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। বিষ্ণুগুডাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিঙ্গপং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিষ্ণুগুডাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। সোমবারের পর আরও উন্নতি হতে পারে আবহাওয়ায়।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় হাওড়ার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পুরসভার উদ্যোগে সচেতনতা র্যালি

শ্রেয়া আদক , হাওড়া, ৮ অক্টোবর : ডেঙ্গু বিজয় অভিযানের প্রচার কাজে হাওড়া পুরনিগমের প্রত্যেক ওয়ার্ডের ক্লাব সংগঠনগুলোকে যুক্ত করে ডেঙ্গু নিয়ে ৮ অক্টোবরের সচেতনতা র্যালির কর্মসূচি আগেই ঘোষণা করেছিল পুরনিগম। সেইমতন ৮ অক্টোবর, রবিবার হাওড়া পুরনিগমের প্রত্যেক ওয়ার্ডে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে হাওড়ার ২১ নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু সচেতনতা র্যালিতে অংশ নেন হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা় সুজয় চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপ মুখ্য প্রশাসক দেবংশু দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর ব্রজেন দাস সহ অন্যান্যরা। ওই

মতো ৮ অক্টোবর রবিবার সকালে ২১ নম্বর ওয়ার্ডেও আমরা মশা নিধন কর্মসূচি নিই। এদিন ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ব্লিটিং পাউডার সহ



অন্যান্য মশা মারার গুণ্ধ স্প্রে করা হয়। এদিন হাড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ডেঙ্গু যাতে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তারজন্যই মানুষকে সচেতন করতে আমাদের এই প্রয়াস।অন্যদিকে, এদিন রাজা নগর উন্নয়ন সংস্থা পঃ বঃ সরকার এবং হাওড়া

পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা,৮ অক্টোবর : সিন্ধুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্ডীতলা ২ নম্বর ব্লকের অধীন কাপসারিয়া, বেগমপুর, পাঁচঘড়া, বড়া, চোড়াই পহলামপুর ও বারুইপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তিন হাজার দুই শত জনের অধিক মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বোচারাম মামা হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মামা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মন্ত্রী বোচারাম মামা বলেন বিভিন্ন ধর্মের মূল উৎসবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বিগত বছরগুলিতেও আমরা বস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। এবারও দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিকভাবে দুর্দল মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই বস্ত্র পেয়ে উপস্থিত মানুষরা বিশেষভাবে খুশি, তারা মন্ত্রী এবং নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

জমজমাট রবিবাসরীয় পুজোর বাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : পুজোর বাকি আর দিন মাত্র কিছু দিন। আশ্বিনের আকাশে ২৪ ঘন্টা আগেও রোদ-বৃষ্টির খেলা চলছিল। বৃষ্টি ভাসিয়েছিল পুজোর বাজার। তবে এই রবিবার আকাশ পরিষ্কার। সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন বাজারগুলিতে উপচে পড়ল ক্রেতাদের ভিড়। ক্রেতাদের ভি়া দেখতেই খুশি ব্যবসায়ীরা। নিউমার্কেট হোক অথবা হাতিবাগান, কিংবা ধর্মতলা সর্বত্রই জমজমাট ভিড়। ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে মহানগরীর অন্য বাজারেও। আবহাওয়া সহায় থাকায় সকাল থেকেই সবাই বেরিয়ে পড়েছেন পুজোর কেনাকাটা করতে। পুজোর আগে ক্রেতাদের ভিড় দেখতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি বিক্রেতারা।

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ অক্টোবর : স্বাধিকার ও সমস্রীতি রক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে আজ উত্তরপাড়া কাঁঠালবাগান বাজারে -নিউজল্ক্রিক ওয়েবসাইটের সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ ও প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অমিত চক্রবর্তী সহ মোট ৫৬ জন সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট, গ্রাফিক ডিজাইনার এবং কমীদের ওপর মৌদী সরকারের পুলিশ গত মঙ্গলবার সকালে যে ফাঁসীবাদী আক্রমণ শানিয়েছে তার প্রতিবাদে পঞ্চমতা অনুষ্ঠিত হয়। বই পঞ্চসভায়উপস্থিত থেকে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক তথা মঞ্চের সহ-সম্পাদক স্বদেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, লেখক ও মঞ্চের সদস্য সংগ্রাম মল্লিক, গণসংগঠন আক্রান্ত আমরার পক্ষে কর্মকর্তা অমিত চক্রবর্তী র অবিলম্বে মুক্তি এবং ইউ এ পি এ আইনের অপপ্রয়োগ এর বিরুদ্ধে এই সভায় বক্তাগণ দাবি রাখেন।প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ভীমা কোরেগাঁও মামলার	দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ অক্টোবর : শিবিরে দেড় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি নন্দেবাসী জানা, বেলপুকুর দিশা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার মন্ডল, বিশিষ্ট বেলপুকুর পূর্ব পাড়ায় দিশা কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয়ে অষ্টম সত্য চন্দ্র,ডা দিবাকর চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ,বারান্দা হাইস্কুলের সমাজ জঙ্গী অপর্ণা মন্ডল, দত্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডা শৌভিক চন্দ্র চন্দ্র,ডা দিবাকর চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ,বারান্দা হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পঙ্কজ মন্ডল,দেউলপুর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক প্রতাপ চন্দ্র মন্ডল প্রমুখ।
দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ অক্টোবর : বয়সভিত্তিক বসে আঁকা প্রতিযোগিতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির	দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ অক্টোবর : বয়সভিত্তিক বসে আঁকা প্রতিযোগিতা ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সহসভাপতি নন্দেবাসী জানা, বেলপুকুর দিশা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার মন্ডল, বিশিষ্ট বেলপুকুর পূর্ব পাড়ায় দিশা কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয়ে অষ্টম সত্য চন্দ্র,ডা দিবাকর চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ,বারান্দা হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পঙ্কজ মন্ডল,দেউলপুর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক প্রতাপ চন্দ্র মন্ডল প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাতাঁ

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩১০ সংখ্যা, সোমবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩০

ইজরায়েল হামলার কড়া নিন্দায় মোদি

ইজরায়েলের ওপরে কড়া হামলার নিগূদা করতেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে ভারত এই সন্ত্রাসবাদীর হামলার নিন্দা প্যালেস্টাইনের হামাসের আক্রমণকে জঙ্গি হামলা বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে সারা

সম্পাদকীয় ১

হামলা করালো। ভারত এই সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন ইজয়ায়েলের কঠিন সময়ে আমরা এদের পাশে রয়েছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হচ্ছেন ইজরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ্‌। তিনি তো যুদ্ধ যোগ্যণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এর শেষ দেখে ছাড়বেন। তিনি আরও বলেছেন এটা কোনও অভিযান নয়। এটা যুদ্ধ। যুদ্ধ করে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। যারা আমাদের বাঁচতে দিতে চায় না তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এই জয়টা নিশ্চিত। হামাসকে এর মূল্য দিতে হবে। এদিকে ইজরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনী তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা রীতিমতে রাষ্ট্রায় নেমে পড়েছে। খবর সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। এত অস্ত্র কোথা থেকে পেল হামাস তার সন্ধান করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জঙ্গিদের যারা অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে তাদেরকে ছাড়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ বজায় থাকবে ইজরায়েলের। হামাসের হামলা পরই সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় বসেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহ্‌। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ইজরায়েল কারোর স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করছে না। কিন্তু ইজরায়েলের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করলে কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। তেল আভিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যারা হামাসকে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে তাদের সঙ্গে ইজরায়েলের কোনও সম্পর্ক নেই। যুদ্ধটা শুধু হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, যেসব দেশ এই সব নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনকে সহযোগিতা করছে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে ইজরায়েল। তাদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ চালাবে ইজরায়েল। এদিকে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স থেকে শুরু করে প্রায় রষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরা এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। ইজরায়েল মনে করে ২০০৭ সালের পর হামাস গোষ্ঠী প্যালেস্টাইনের গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে এটাই সবচেয়ে বড় হামলা। এই হামলা করার জন্য তারা আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। গোপনে বেশ কিছু দেশের কাছ থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে অস্ত্র কেনে। ক্ষেপনাস্ত্র তৈর্য করে। সেই সব ক্ষেপনাস্ত্রগুলিকে এখন ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েল কারোর স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করছে না। তবে ইজরায়েলের স্বাধীনতা হনন করতে কেউ যদি আগ্রসর হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ইজরায়েল যুদ্ধ করবে। হামাসকে অস্ত্র দিয়ে যারা সাহায্য করছে তাদের তালিকা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা। সেই সব তালিকা ধরে গোপন যুদ্ধ করবে এবারে ইজরায়েল। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এই হামলার কড়া নিন্দা করেছেন। হামাসের সঙ্গে তালিবান জঙ্গিদের যোগ করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল।

পাক হানাদারদের চিহ্নিতকরণ

পাকিস্তানকে হানাদার রষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কশ্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বসে একটি প্রচছন্ন হুমকি পর্বন্ত দিয়ে রেমেছে পাকিস্তানকে। চিন চাইছে এই অবস্থায় আর্থিক কাঁড়ডহকে রক্ষা করতে গেলে

সম্পাদকীয় ২

ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের ভারত আর আজকের ভারতের বহু তফাত হয়ে গিয়েছে। সেই নড়বড়ে ভারতের সেনাবিভাগ নেই। যেষ্ট শক্তিশালী ভারতের সেনাবিভাগ। বিশেষ করে বায়ু সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের যুদ্ধে ভারত প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকারী দেশ। যেসব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে অনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে। তারা যে কোনও শক্তিশালী সেনা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। ফলে দুর্গম অঞ্চলে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় না। ভারতের বাইরে বেশ কয়েকবার জঙ্গি শিবিরে হানা দিয়ে জঙ্গিদের নিকেশ করা হয়েছে। সেই সব স্থানে যুদ্ধ করতে পারিক্ষ্মকভাবে রোবট বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। সাফল্যের সঙ্গে রোস্ট বাহিনী জঙ্গিদের নিকেশ করে দিয়েছে। ভারত এখন রোবট নির্ভর সেনা প্রস্তুত করার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করতে অনেকেই অনিহা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান আগের মতো তীব্রভাবে ভারতকে আক্রমণ করতে পারছে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সময়ে যে পাকিস্তানের দস্ত ছিল তা এখন তা একেবারে চূপে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে ভারতীয় সেনায় রোবট বাহিনী তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।



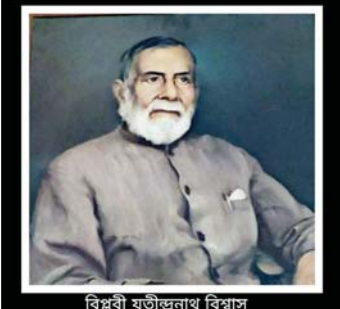
ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

জীবন ধর্মের সবচেয়ে সেরা কি? সেটা হচ্ছে মাতৃভক্তি। মায়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা। মায়ের প্রতি যার আকর্ষন রয়েছে তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। এটা হচ্ছে মাতৃ আশীর্বাদ। এর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। মায়ের ভক্তি পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আবার মাতৃভক্তি কোনও সময়ে ঋণ হয় না। মাতৃভক্তি হচ্ছে অকৃত্রিম। এই জগতে সেরা হচ্ছে মাতৃভক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে যারা সুনাম অর্জন কবেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন মাতৃভক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি নিয়ে বাঙালিরা এখন গর্ব অনুভব করে থাকে। বিদ্যাসাগর মাতৃভক্তির জোরে তিনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। তার ওপরে রয়েছে নারীদের শিক্ষিত করার ইচ্ছা।

সশস্ত্র আন্দোলনে বিস্মৃত বিপ্লবীদের ইতিহাস

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাে বিপ্লবীদের অবদান কম নয়। বাংলায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজ সরকার বিরোধী অহিংসা আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পথ ধরেই মহাত্মা গান্ধি পরবর্তীকালে অহিংসা আন্দোলন করে ভারতের জনক হতে পেরেছেন। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন করার প্রেরণা দান করেছিল বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনের পথকে শক্তিশালী করেছিলেন তাঁর গান রচনা করার মধ্যে দিয়ে। ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার জন্য রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার সেই সময়ে আর একটি গান লিখেছিলেন যে গানটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। গানটি হল ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে। তাতে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন



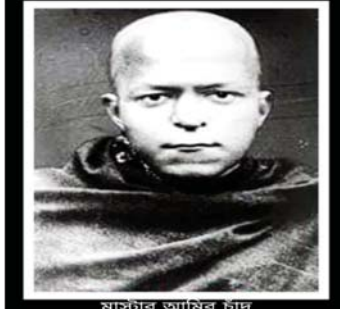
বাংলার ভাগের সিদ্ধান্তকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজ সরকার। ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাবের অহিএকএ শিল্প জয় ইংরেজদের সাহসী মনে আঘাত দিয়েছিল। যে ইংরেজেরা এতদিন ধরে কালো আদমি বলে ঘৃণা করে এসেছিল, সেই কালো আদমি দলের কাছে ধুবটল খেলায় হেরে গেল সাহেব দলের সেনা দল। তার ফলে ইংরেজরা বুঝতে পারলো যে বাংলা এখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে। এখন আর বাংলার জনগণ শুধু শুধু মার খেতে রাজি নয়। তারা রুখে দাঁড়াতে শিখেছে। বাংলাকে আর বেশি চটানোটা ঠিক হবে না। বাংলার হাত ধরে ইংরেজ সাম্রাজ্য ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। ইংরেজ সরকারকে স্বাগত জানিয়েছিল বাংলার পণ্ডিত সমাজ। বাংলার বুদ্ধিজীবীরাই ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করার ফলে সারা ভারত জুড়ে রামির সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। অনেক ভাবনা চিন্তা করে ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালে যোগ্যণ করলো যে বাংলাকে ভাগ করা হবে না। বঙ্গভঙ্গ করার চিন্তাকে তাগ করছে ইংরেজ সরকার। তবে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেল ইংরেজ সরকার। কলকাতায় রাজধানী রাখাটা নিরাপদ মনে করলো না ইংরেজরা।



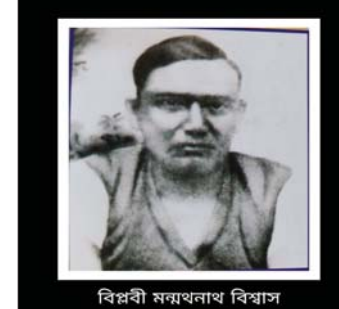
দিয়েছেন। ‘মহাত্মা’ বলে কবিগুরুও গান্ধিজিকে সম্মান দেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না অহিংসা আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তা নিয়ে এখনও গবেষণা হচ্ছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ সবাইকে সমর্থন করে গিয়েছেন যারাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেছেন। তিনি যেমন বিপ্লবী অরবিন্দকে সমর্থন করেছেন, রাসবিহারী বোসকে জাপানে পাগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন আবার তিনি গান্ধিজিকে সম্মান দিয়ে বেশ একটি কবিতাও রচনা করেছেন। কবিগুর্কর কাছে সহিংসা এবং অহিংসা সব আন্দোলনই ছিল সমর্থনযোগ্য। **বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসঃ** এবারে আসা যাক বাংলার বিস্মৃত বিপ্লবীদের কথায়। বাংলায় বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রয়েছেন যারা বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবার এমন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রয়েছেন যারা গান্ধিজির আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবর কয়েদ ছিলেন। গান্ধিজির অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেই সব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথাকে আমরা ভুলতে বসেছি। তাঁদের কথাকেই স্মরণ করভেই কলম ধরা। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ



পরিস্বে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র থাকাকালীন তিনি বহু ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পদার্থ এবং রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল তাতে ছাত্র হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিপ্লবী দলে হয়ে তিনি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১১ সালে নদিয়া জেলার মহারাজপুর এবং হলুদ বাড়ি রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তার জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করার পরে তিনি কলকাতায় এসে গা ঢাকা দেন। কলকাতার মুচিপাড়া থানার ডাফ্রাগুণ্ড অফিসার পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী ৩৬-১ হ্যারিসন রোডস্থ বাড়িতে খানাতল্লাশি করে তাঁকে গ্রেফতার করেন। পরে প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯১৩ সালে নদিয়ার রানাঘাট অঞ্চলের একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। ধরা পড়লে ফাঁসি হয়ে যাওয়ার সন্ত্রাস প্রবল ছিল। ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ইতালির নেপলসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ১৯১৪ সালে বিলাতে গান্ধিজির দ্বারা গঠিত ‘স্বেচ্ছা-সেবক’ বাহিনীতে যোগদান করেন। এখানে একটি



উপস্থিত হলেন। তিনি অরবিন্দের শূন্য স্থান পূরণ করলেন। এলেন রাসবিহারী বোস। তিনি বাংলার বাইরে সশস্ত্র সংগ্রামকে শক্তিশালী করার ব্রত গ্রহণ করলেন। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের ক্যাপ্টেন হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) আর বাংলার বাইরে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্যাপ্টেন হলেন রাসবিহারী বোস। এবং রাসবিহারী বোসের সেনা অভ্যুত্থান বিফল হল। তিনি তখন নিজেকে বাঁচাতে জাপান্নে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তার ফলে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা গান্ধিজিকে সমর্থন করে বিপ্লবীরা তখন দলে অহিংসা আন্দোলনে নিজদের যুক্ত করে নিলেন। বাংলার বিপ্লবীরা গান্ধিজির আন্দোলনকে সারা বাংলা ভিয়ে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে। বিপ্লবীদের তখন একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেখতে স্বাধীন করতে হবে। ইংরেজ শাসনের অবসান করতে হবে। সেই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখতে পাবো যে নদিয়ার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস গান্ধিজির আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ইংরেজ শাসনে অবসান করতে চেয়েছিলেন।



‘পশ্চিমবঙ্গ ‘রিসিফ অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন কমিটি’র দায়িত্বশীল সভ্য হয়ে নদিয়া, বর্ধমান, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, মেদিনীপুর জেলা সফর করে শরনার্থীদের দুর্দশা মোদন করতে ব্রতী হলেন। তখন বহু কংগ্রেসী দেশতক্ত নেতারা বলতেন যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ভারীকারীদের দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে যাবে। সেটাই দেখতে পাওয়া গেল। ভারত স্বাধীনতা হয়েছে বিশাল সমস্যাকে কাঁধে নিয়ে। স্বাধীনতা ভারত তখন বহু সমস্যা জর্জরিত। দেশ ভাগ হওয়ার ফলে স্তুর হয়েছে জাতি দাঙ্গা। তার ফলে অসহায়স্বল্পহীন শরনার্থীরা ভারতে এসে উপস্থিত। শরনার্থী সমস্যার সমাধান করতে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর হয়ে মধ্য কলিকাতার উন্নয়নর কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আজও ভারতকে স্বাধীন রাখতে ভারতীয়রা আত্মত্যাগ করছে। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে আজও প্রতিটা ভারতবাসীদেের তার মূল্য চোকাতে হচ্ছে। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভে ভারতবাসীরা বিরত। ১৯৮৩ সালে ১১ মার্চ এই বিপ্লবীর কলকাতাস্থ বাসভবনে জীবনাবসান হয়েছিল।

হাওড়া জেলার বনেদি পরিবারে দুর্গা পূজো

বিশেষ প্রতিনিধি

(কলকাতার পরই হাওড়া জেলার স্থান। বিশেষ করে বৃহৎ শিল্পের দিক দিকে। বাংলার দ্বিতীয় শিল্পাঞ্চল হল হাওড়া। তারপরে রয়েছে হুগলি। হাওড়ায় বহু বনেদি পরিবার রয়েছে। তাঁদের মা দুর্গা পূজার বয়স প্রায় দেড়শো বছর থেকে শুরু করে তিনশো, পাঁচশো বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। সেই সব বনেদি পূজো নিয়ে এবারের প্রবন্ধের আলোচনা। হাওড়া জেলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস রয়েছে। হাওড়া অঞ্চল বরাবরই সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল। ইংরেজরা আসার আগেও হাওড়া জেলা ক্ষুদ্র শিল্প থেকে শুরু করে হস্তশিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই সব ইতিহাসকে আমরা রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজরা তাদের ইতিহাসকে রক্ষা করতে পেরেছে। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে ইতিহাস রক্ষা কীভাবে করতে হয় সেটা শেখার খুবই প্রয়োজন ছিল। ইংল্যান্ডে রাজা বর্তমান। তাঁরা কিন্তু তাদের ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। আর আমরা আমাদের ইতিহাসকে একেবারে নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করছি। বাংলার

ইতিহাস টাই বলে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তারপরে উস্তুর নীহাররঞ্জন রায় থেকে শুরু করে রমেশ মজুমদার, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতো ইতিহাসবিদেরা বাংলার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন বটে। কিন্তু তার চর্চা আজকে আর হতে দেখা যাচ্ছে না।) (কলকাতার মতো বহু বনেদি পরিবার এখনও বসবাস করে হাওড়াতো তাদের আদি পূজো হচ্ছে দুর্গা পূজো। এই পূজো ঐতিহ্যমণ্ডিত। কলকাতার বনেদি পূজোর যে রকম সুনাম রয়েছে ঠিক সেই রকম হাওড়া জেলায় অবস্থিত এই সব বনেদি পূজোর ঐতিহ্য রয়েছে। এবারে আমরা হাওড়া জেলার বনেদি পূজো নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি।) **দত্ত চৌধুরী বাড়ির দুর্গা পূজোঃ** আন্দুলে চৌধুরী পাড়া লেনে এই পূজো হয়ে থাকে। পুরুষোত্তম দত্ত এই পরিবারের প্রথম পুরুষ যিনি হাওড়াতে বসবাস করতে শুরু করেন। কলকাতা শোভাবাজার রাজ বাড়ির সঙ্গে

তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। রাম শরণ দত্ত চৌধুরী রাজ রাজেশ্বরী দেবী পূজো করতে শুরু করেন। এই দেবী দুর্গা হয়ে তাঁদের বাড়িতে পূজিত হয়ে থাকেন। **ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গা পূজোঃ** আন্দুলে প্রেমিক সরণিতে এই ভট্টাচার্য পরিবারের দেবী দুর্গা পূজো হয়ে থাকে। রঘুনাথ তর্কবাগিশ ব্রহ্ম হাওড়ার আন্দুলে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৬৫৭ সালে তিনি দুর্গা পূজো শুরু করেন। জমিদার দত্ত চৌধুরী পরিবারের কর্তারা ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যকে এই জমি দান করেছিলেন। সেখানেই ভট্টাচার্যরা বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করেন। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। **কুণ্ড চৌধুরীদের দুর্গা পূজোঃ** আন্দুলে পিসি রায় রোডে অবস্থিত কুণ্ড চৌধুরীদের আদি বাড়ি। রামকান্ত কুণ্ড বিশাল বাড়ি নির্মাণ করে ঠাকুর দালানে দেবী পূজো শুরু করেন। আকালবোধন পূজো করার পরেও তারা বাসন্তী পূজো করে থাকে। এরা আবার রাস পূর্ণিমা উৎসব পালন করে থাকে। **আন্দুল রাজ বাড়ির দুর্গা পূজোঃ** আন্দুলের জোড়হাটে রয়েছে আন্দুল রাজবাড়ী। রামচন্দ্র রায় ছিলেন লর্ড ক্লাইভের

দেওয়ান। রাজনারায়ণ রায় এই রাজবাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন ১৮৩৫ সালে। লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে পূজো হয়ে আসছে। তারপরে বহু বছর পূজো বন্ধ ছিল শরিকি গণ্ডগোলের জন্য। এবার সেই পূজো শুরু হয়েছে। **রাজগঞ্জ পাল পরিবারের দুর্গা পূজোঃ** সাঁকরাহিল্লি ব্লকের রাজগঞ্জে। এন সি পাল ইট একটি সময়ে বিখ্যাত ছিল। ইটভাটার মালিক ছিল। মাতৃভোগ হিসাবে বোদে দেওয়া হয়ে থাকে। বাড়ির তৈরি মিষ্টি দেবী দুর্গা পূজোয় ভোগ হিসাবে দেওয়া হয়। **রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গা পূজোঃ** শিবপুরে রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গা পূজো একেবারে হচ্ছে। এদের দেবী দুর্গা হচ্ছেন বেতাই চণ্ডী। প্রায় ৫০০ বছরের বেশি প্রাচীন দেবী মূর্তি। **বিকে পাল পরিবারের দুর্গা পূজোঃ** শিবপুরের নব গোপাল মুখার্জি লেনে এই পরিবারের দুর্গা পূজো অনুষ্ঠিত হয়। তিনশো বছরের অধিক সময় ধরে পূজো হচ্ছে। অভয় দুর্গা দেবী মূর্তি। **ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গা পূজোঃ** হাওড়ার শিবপুরে ভট্টাচার্যদের দুর্গা পূজো। আগে এই পূজোয় বলি প্রথা ছিল। কিন্তু আজকে শুধু মাত্র আখ এবং কুমড়ো বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

হেরিটেজ গড়ালগাছা জমিদার বাড়ি

গড়ালগাছা জমিদার বাড়ির ১৭৬৭ সালে নির্মাণ শুরু হয়। গড়ালগাছা জামিদার বাড়ির দুর্গাপূজো বিখ্যাত। প্রায় আড়াই বছর দুর্গা পূজো অতিক্রম করে গিয়েছে। এই বাড়ি থেকে প্রাচীন রথ বের হয় এখনও। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও রয়েছে। এরা শাক্ত মতে বিশ্বাসী। তবে আবার দেখতে পাওয়া যায় যে জমিদার বাড়ির বহু সদস্যরা বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। জোড়া শিব মন্দিরও রয়েছে। এই বাড়িতে



প্রথম পূজো শুরু করেছিলেন নব কিশোর মুখোপাধ্যায়। এখন এই পূজো দেখাশুনা করে ব্রিদিবেশ মুখোপাধ্যায়।

দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয়ে থাকে। বিচুড়ি এবং পায়েস ভোগ দেওয়া হয়।

সঙ্গে থাকে লুচি এবং সন্দেশ। এখানে

আট চালার শিব মন্দির রয়েছে। জোড়া শিব মন্দির। পঞ্চরত্ন রথও দেখতে পাওয়া যাবে। কলকাতার বসে বিশাল। রথের মেলা জমিদার বাড়িকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়ে থাকে। এই জামিদার বাড়ির সঙ্গে

নবকৃষ্ণদেবের পূজোর মতো প্রাচীন রীতি মেনে এখানে পূজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। জন্মষ্টমীর দিন কাঠামো পূজো হয়। ঠাকুর দালানেই দুর্গা নির্মিত হয়। নীলাচলের প্রভু জগন্নাথ দেবের পূজোও করা হয় এখানে। মেলা

বসে বিশাল। রথের মেলা জমিদার বাড়িকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়ে থাকে। এই জামিদার বাড়ির সঙ্গে

উদ্ধারকাজ ব্যাখত

সজল দাশগুপ্ত , শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার গভীর রাতের অভিশপ্ত স্মৃতি এখনো টাটকা রয়েছে। প্রকৃতির রোমনামে পড়ে উত্তর সিকিম পুরোপুরি বিপর্যন্ত হয়ে পড়ে। সামনেই পুজো তাই এই সময় সিকিমে প্রত্যেক বছর পর্যটকদের আনাগোনা বেশি থাকে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি, সিকিমে পর্যটকদের আনাগোনা প্রচুর ছিল। তবে সেই অভিশপ্ত রাতের পরে সবকিছুই ওলট-পালট হয়ে গেছে। গ্যাটও, পেলিং থেকে প্রচুর পর্যটক সমতলে নেমে এলেও এখনো উত্তর সিকিমের ল্যুচেন ল্যুচেনে প্রচুর পর্যটক আটকে রয়েছেন বলে জানা গেছে। বিপর্যয় মোকালিদা বাহিনী উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে। মন্ডনে এখনো পাঁচটি হেলিকপ্টার রয়েছে বলে জানা গেছে, তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে পর্যটকদের উদ্ধারের কাজে হেলিকপ্টারগুলি ব্যবহার করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সরকারি মতে এখনো দশে হাজার পর্যটক আটকে রয়েছেন সেখানে, বেসরকারি মতে আটকে রয়েছে আড়াই হাজার পর্যটক। গোটা সিকিমজুড়ে অন্তত চার হাজার পর্যটক আটকে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে পর্যটকদের উদ্ধার করতে রীতিমত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে উদ্ধারকার্য বাহিনীকে।

আচমকা অগ্নিকান্ড

জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর : বড়সড় অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল ধূপগুড়ি হাসপাতাল। আচমকা আগুনের ফুলকিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। বিন্যূৎ পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে হাসপাতালকে রক্ষা করলে রোগীর আশ্বীয়-পরিজন। রবিবার ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বিদ্যুতের মিটারের মধ্যে আচমকাই আগুন লেগে যায়। বিদ্যুতের মিটার থেকে আগুনের ফুলকি বের হতে থাকে। ময়ূরভৈরবে মেটা হাসপাতাল চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রোগী থেকে শুরু করে হাসপাতালে নার্সরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। হাসপাতাল উপস্থিত এক রোগীর পরিজন বিদ্যুতের পরিষেবা বন্ধ করে দিলে আগুন নিভে যায়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি হাসপাতালে উপস্থিত হয় বিন্যূৎ দফতরের কর্মীরা। দমকল কন্ঠী ও বিদ্যুত দফতরের কর্মীরা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালের রুক স্বাস্থ্য আধিকারিক অক্ষর চক্রবর্তী বলেন, বিদ্যুতের মিটারের আগুন লেগে যায়। কিছু সময়ের মধ্যেই আগুন নড়িয়ে ফেলা হয়। এই সমন্বা মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক বার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ফের উদ্ধার গাঁজা

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ অক্টোবর : কোলাঘাটে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। গাড়ি সহ গ্রেফতার দুই। জেলা পুলিশের জেলা সাফলতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার এফ টাইপ মোড়ে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কে কোলাঘাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় উড়িষ্যা রাজ্যের জলধর থেকে একটি গাড়ি করে প্রচুর গাঁজা নিয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছে। গাড়িটিতে থানার পুলিশ গাড়িটিকে দাঁট করিয়ে কোলাঘাটের এফ টাইপ মোড়ে গাড়িটিতে তল্লাশি চালায়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে যার বাবুরের মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। কোলাঘাট থানার পুলিশ গাড়ি, গাঁজা গাড়ি সমেত দু’জনের গ্রেফতার করে। ধৃত দু’জনেরকে জিজ্ঞাবাদ করে জানতে পারেন ওই প্রচুর গাঁজা বর্ধমানের কালনাতে নিয়ে যাচ্ছিলো। ধৃত দু’জনের নাম সুজিত নন্দী ও রাজা ঘোষ। দু’জনের বাড়ি বর্ধমানের কালনা। গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ঘটনাস্থলে অমূল্যকের সিআই পরিদল সাহা ও কোলাঘাট থানার এসি অনুস্মৃ মাইতিব সিং কোলাঘাট থানার একাধিক পুলিশ আধিকারিকগণ। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাস্তা ফেরত চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ অক্টোবর : বিশ্বভারতীর রাস্তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। এবার তা গেল রাষ্ট্রপতির দরবারে। মোদি গুটি করে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে রাস্তা ফেরতের দাবি জানানলেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। রবিবার মোদি স্তুতি করে রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বভারতীর পরিদর্শক শ্রৌপতি মূর্কুর কাছা ফেরতের দাবি নিয়ে চিঠি পাঠালো। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই চিঠির প্রতিলিপি বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধামন্ত্রী, প্রধান (রেষ্টার) তথা রাজাপাল সি ভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেস্ত প্রধান এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। বিশ্বভারতীর মুকুটে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ উপকা পালকের কৃতিত্ব এই চিঠিতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সর্বেক্ষণ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও

তৃণমূল ছাত্র নেতাকে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর

অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে সোচ্চার হলেন টিএমসিপির নেতা-কর্মীরা

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৮ অক্টোবর : নবদ্বীপ হাসপাতাল চত্বরে চুকে প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র নেতাকে মারায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠল ভিকি নাথ সহ একাধিক অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে নবদ্বীপ হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর জখম গোপাল চক্রবর্তী নামক নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ



ইউনিটের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে কলেজের একজন অস্থায়ী কর্মীকে স্থানীয় টোটে চলাকরাই উদ্ধার করে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানে তার মাথায় এবং চোয়ালে একাধিক সেলাই পড়েছে বলে জানা যায়। সেখানে তার অস্ত্রের অবনতি হওয়ায় তাকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করে শুরু হয়েছে চিকিৎসা। প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র নেতার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার মাথায় স্ক্যান করানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোচার হতে দেখা যায় নবদ্বীপ শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের। তারা এদিন বেলা সাড়ে চারটে থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রাজাবাজার মোড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। নবদ্বীপ শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজদ্বীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মূল অভিযুক্ত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নবদ্বীপ কলেজ ইউনিটের সভাপতি ভিকি নাথ সহ প্রত্যেকেই অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। নচেত আমরা আরও বহুতর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। অপরদিকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অন্যতম নেতৃত্ব স্তভ সাহা বলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ সঠিক নয়। এই ঘটনায় সংগঠনের কেউ যুক্ত নয় বলে পরিস্কার জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, রাজ্যের কলেজ নির্বাচন নিয়ে রাজা নেতৃত্বের

সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে তারা ব্যস্ত আছেন। তৃণমূল ছাত্র

পরিষদের অভিযোগকে তিনি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র নেতা গোপাল চক্রবর্তীর বাবা অসুস্থ হওয়ার কারণে চারদিন হল নবদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রতিদিন সকাল-বিকেল আসতে হয় গোপালের তার বাবার খবর নিতে। প্রতিদিনের মতো এদিনও এসেছিলেন বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে। এদিন দুপুরে চিকিৎসাধীন বাবার জন্য হাসপাতালের বাইরে যান একটি জলের বোতল কিনতে। জানা যায়, জল কিনে হাসপাতালে ফিরছিলেন সেই সময় হাসপাতাল চত্বরে চুকে জনকয়েক অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা মোটেরবাইকে এসে তাকে পেছন থেকে শরীর ও মাথা লক্ষ্য করে বেষুদ্ধ মারধর করতে থাকে। অভিযোগ, গোপাল চক্রবর্তী নামক ওই প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্রনেতা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ভিকি নাথ সহ বেশ কয়েকজন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মী ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার মাথায় এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। তার চিংকারে ছুটে আসেন স্থানীয় টোটে। চালকরা। তারাই তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালের ভেতরে। বর্তমানে নবদ্বীপ হাসপাতালে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন গোপাল চক্রবর্তী নামক প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্রনেতা।

তাঁত বস্ত্র মেলার সূচনা বর্ধমানে



সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমানে শুরু হল প্রাক পুজো তাঁত বস্ত্র মেলা। রবিবার বর্ধমান শহরের কোট চত্বর এলাকার সিধু কানহোে প্রাক্তনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ১২তম তাঁত বস্ত্র মেলার উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। জেলা সভাপতিত্ব ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুনীল মন্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক (এলআরও) ইসমাইল, জেলা পরিষদের সহ সভাপতিত্ব গাণী নাথ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিঠা মাঝি, শিক্ষা ও তথ্য ও সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কানোর, কৃষি সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুব মন্ডল, ক্ষুদ্র শিল্প বিন্যূৎ ও অসিরাচারিত শক্তি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ আরতি খান সহ অনান্যরা। এই মেলা চলবে আগামী ১৭ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত চলবে। এই বছর প্রায় ৩০টি স্টল রয়েছে। পুজোর আগে বাজার ধরার আশায় তাঁত বস্ত্রের বিভিন্ন সস্তার নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছেন তাঁত শিল্পীরা। তাঁত বস্ত্রের পাশাপাশি পুরুষদের পোশাক ও হস্ত শিল্পের বিভিন্ন স্টলও রয়েছে। জেলা সভাপতিত্ব এদিন বাংলার ঐতিহ্য তাঁত শিল্পকে এবং তাঁত শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁদেরে বস্ত্র ত্রয় করার জন্য বর্ধমানবাসীকে এই মেলায় আসার জন্য আহ্বান জানান।

বাঁশের তৈরি সেতু ভেঙে বিপত্তি

দূরন্ত বার্তা, পুর্নুলিয়া, ৮ অক্টোবর : ভারী বৃষ্টির জেরে ভেঙে গিয়েছে কংসাবতী নদীর উপর সদ্য তৈরি হওয়া অস্থায়ী বাঁশের সেতুটি। এর জেরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুটি গ্রাম, দুই গ্রান্তের বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের ভেড়ায় চড়ে নদী পারাপার করছেন গ্রামবাসীরা। এই ছবি পুর্নুলিয়ার আড্যা রুল্কের বামুনন্ডিয়া এবং পুর্নুলিয়া ১ নম্বর রুল্কের কাঁচোড়ে গ্রামের মাঝ দিয়ে বাসা চলা কংসাবতী নদীরা। এই নদীর উপর কোনও সেতু না থাকায় এবং সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় এভাবেই নদী পারাপার করছেন গ্রামবাসীরা। চরম দুর্ভোগের শিকার ১৫-২০টি গ্রামের মানুষজন। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, এখানে একটি স্থায়ী সেতু করা হোক। ফলে সেই দাবি পূরণ হয়নি আগুও। ২০১৬ সালে কংসাবতী নদীর উপর ১৪৭ মিটার স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের খাতে ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কাজ শুরুও করেছিল এক নির্মাণকারী সংস্থা। তারপর কোন এক অজানা কারণে হঠাৎই সেতু তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়! তখন থেকেই, প্রায় ৭ বছর ধরে স্থগিত রয়েছে সেতুর কাজ। এর ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন বামুনন্ডিয়া, জুরাড়ি, তুলাধালা, কাঞ্চনপুর, কুদগাড়া, জমিভাড়ে, বিরালকি, মানপুর, আহাডরা-সহ ১৫-২০টি গ্রামের মানুষজন। প্রতি বর্ষায় কংসাবতী নদীর জল বাড়লেই নদীর দুই প্রান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়েই ভেলায় চড়ে নদী পারাপার করেন তারা। বছরের পর বছর ধরে এমনই চলছে।

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেস্ত প্রধানকে দেনা

সর্বেক্ষণ বিভাগের পাশাপাশি পূর্বভা উপাচার্য, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং বর্তমান শিক্ষক ও মুখামন্ত্রীকর কথা বোমালুম ভুলে গেলেন উপাচার্য। শুধু তাই নয়, নিজের মেয়াদের কার্যকাল বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোদি স্তুতি করলেন, এমনটাই বক্তব্য প্রাভুনীরে। এদিন চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি, এক সহকর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীদেরকে পাশে নিয়ে আশ্রমের প্রাশে অপেক্ষায় থাকা টোটেকর্মীদের সাথে কথা বলেন উপাচার্য। চিঠিতে উপাচার্য স্বীকার করেন যে টোটে কর্মীদের জীবন-জীবািকার প্রশ্ন জর্জড়িত আছে। কিন্তু তারা যেন দুঃখে অবস্থান করে। রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়ে এই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি প্রেরণ এবং তার উত্তর না পাওয়া নিয়ে উপাচার্য উন্ম্মা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে

চলে গেছে রাজ্য পূর্ত বিভাগের রাস্তা। আর সেই রাস্তা জুড়ে যানবাহন চলাচলের ফলে বেড়েছে দূষণের মাত্রা বলে উপাচার্য দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ, মোটরসাইকেল, সাইকেল বা পায়ে হেঁটে চলাচল করতে কোন বাধা নেই। বিশ্বভারতী তাতে কোনদিন বাধা দেয় নি। শুধুমাত্র ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি। এটা না থামালে শতবৎ পুরাতন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা শতবৎ পেয়ে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, একটি বিকল্প রাস্তা করেই দিয়েছে রাজ্য সরকার। যেটি শ্যামালকি থেকে ডিমার পার্ক হয়ে ৪৫-এর কাছে উঠছে। বিশ্বভারতীকে রাস্তা ফেরত দিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা করবে না, বলে বিশ্বভারতী জানান।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সামনেই সংঘর্ষে বিজেপির দুই গোষ্ঠী

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ অক্টোবর : রবিবার পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে আসেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঞ্চজ চৌধুরী। দলীয় বৈঠকে যোগ দেবার আগেই বর্ধমানের কালনা কাটোয়া ও জমালপুর সহ বিভিন্ন রুকে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এতে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যায় কাটোয়া-কালনা ও বর্ধমান সাংগঠনিক জেলাার বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন কর্মসূচি অনুযায়ী জেলায় জমালপুর রুল্কের জেগ্রামে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে আসেন মন্ত্রী। বৈঠক শুরু আগে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঞ্চজ চৌধুরীকে ঘিরে ধরেন

জুয়ার আসর থেকে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ অক্টোবর : জুয়ার আসর থেকে গ্রেফতার করা হল মানিকচকরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিজেপি নেতাকে। মানিকচক রুল্কের ২৮ নম্বর মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন ধৃত ওই বিজেপি নেতা দীপক মন্ডল। শনিবার গভীর রাতে মানিকচক থানার খয়েরতলা এলাকায় জুয়ার আসরে অভিমান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে ওই বিজেপি নেতা সহ ৮ জনকে গ্রেফতার করে মানিকচক থানার পুলিশ। বোর্ডমানি হিসেবে পুলিশ জুয়ার আসর থেকে ১৩ হাজার ৫৫৭ টাকা উদ্ধার করেছে। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করছে মালিকচক থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খয়েরতলা এলাকার প্রদীপ কর্মকার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেই বেশ কিছুদিন ধরেই এই জুয়ার আসর চলছিল। যা নিয়ে আশোপারের সাধারণ মানুষেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপরই পুলিশ গোপন সূত্রে খয়েরতলা এলাকার জর্মনে ওই ব্যক্তির বাড়িতে এই জুয়ার আসর চলার খবর পাই। এরপরই এদিন গভীর রাতেই পুলিশ অভিমান চালাতেই জুয়ার বোর্ড থেকে গ্রেফতার করা হয় ২৮ নম্বর মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক মন্ডল সহ ৮ জনকে। এদিকে জুয়ার আসরে বিজেপি নেতা গ্রেফতারের ঘটনায় মালদায় ব্যাপক রাজনৈতিক তরঙ্গ শুরু হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, বিজেপির এটিই কালচারা। কেন্দ্রের মোদি সরকার যেনম গরিব মানুষদের ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে বঞ্চনা করেছে। ঠিক তার উল্টোদিকে মালদার মানিকচকরে জুয়ার বোর্ডে ধরা পড়ছে বিজেপির এক কর্মকর্তা। যিনি নাকি ২৮ নম্বর মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। আমরা এই ধরনের ঘটনার তীব্র দিন্দা জানাচ্ছি। আসলে বিজেপির চরিত্র কি, তা মানুষ বুঝতে পারছে। এদিকে এই ঘটনার বিষয়ে দল কোতোরাইে পাশে থাকবে না বলে সাফ জানিয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ জািলের সভাপতি পার্থসারথী ঘোষ। তিনি বলেন, যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে এটি ব্যক্তি বিশেষ। দলের সঙ্গে এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু এখন তৃণমূলের কেউ কেউ এটিকে মুখরোচক করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই জুয়ার আসর চালানোর পিছনে আর কোন চক্র জড়িত রয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অঙ্গুশথ গ্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, রানাহাট, ৮ অক্টোবর : আর্যাব ও আদ্রোয়াস্ত ও এক রাউন্ড গুলি সহ পুলিশের জালে গ্রেফতার ২ যুবক। গোপন সূত্রে অভিমান চালিয়ে আদ্রোয়াস্ত ও গুলি উদ্ধার করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার ওনএজিস ক্যাম্প এলাকায় ২ যুবক সন্দেশহালকাভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। গোপনে খবর যায় পুলিশের কাছে। এরপর ঘটনাস্থলে হানা দিয়ে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই তারের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। দুই যুবককে গ্রেফতার করে। জানা যায়, ধৃতদের নাম রানা দাস ও রূপক মন্ডল। ধৃতদের বাড়ি শান্তিপুর থানা এলাকার ফুলিয়াতেই। রবিবার দুই যুবককে রানাহাট মহাকুমার বিশেষ আদালতে তোলে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

কৃষ্ণনগরে সিবিআই

দূরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৮ অক্টোবর : পৌরসভা নিয়োগ সক্রান্ত বিষয় তদন্ত করতে কৃষ্ণনগরে সিবিআই এর প্রতিনিধিদল। কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপতি অসীম সাহার বাড়িতে সফাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ৪ সদস্যের সিবিআই প্রতিনিধি দল হানা দেয়। প্রসঙ্গত ২০১৫ থেকে ২০১৮ কৃষ্ণনগর পৌরসভা নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টে মালদা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মালদায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা উচ্চ আদালত।

জামালপুর রুল্কের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা

জামালপুর রুল্কের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সামনেই বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতাি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দুই পক্ষকেই শাস্ত খাবার আবেদন জানালেও কোন কাজ হয় নি। শেষে একপ্রকার হতশাশ্য ও বিরক্তিতে সভাস্থল তাগ করেন তিনি। বিজেপির এক গোষ্ঠীর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই রুল্কের কর্মী-সমর্থকদের কি অবস্থায় আছে তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করেনি বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। বিধানসভা ভেট পরবর্তী হিসায় তারা যখন কোনওসা তখন ঠাড়া ঘরে বসে ছিলেন বিজেপির জেলা ও রাজ্য নেতারা। তাদের পাশেও কেউ দাঁড়ায়নি। এতদিন বাদ ঠিক লোকভার আগে জামালপুরে রুল্ক সাংগঠনিক বৈঠক হচ্ছে এবং তাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আনা হচ্ছে। কিন্তু নিউতলাক কর্মীদের কোন খোঁজ খবর নাই নেতৃত্বের কাছে। সেই ক্ষোভ কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঞ্চজ চৌধুরীর

E- tender notice NIT No. WB/BWN/K.G.P/ NIT 5/2023-24
Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under SBM FUND. Last date of online bid submission- 13-10-2023 . For details information contact. Sd/- Prodhan, khandaghosh Gram Panchayat Khejurihati, khandaghosh, Purba Bardhaman

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT (Rains-I Panchayat Samity) Burdwan, PIN: 713424
NOTICE-INVITING-a-TENDER (3rd CALL)-WB/ RAINA-INGP/ E-1 & WB/RAINA-INGP/ eNIT-02 Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan,Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity, Narugram, Burdwan, from the Bonafide and Experienced Contractors FOR 13 (Thirteen) Nos. different works. Last date of submission of Bid (online) 13/10/2023 upto to 18:00 Hrs. Date of Opening of Bid(Online): 16/10/2023 at 16:00 Hrs. For details please visit website https://wbtdenders.gov.in
Sd/- Prodhan Narugram Gram Panchayat

Chandernagore Municipal Corporation
Tender No. WB/MAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/ NIT-29(e)/2023-24, Dt.- 07.10.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/29 Dt.-07.10.2023
Various Developments of Municipal Areas For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in
Asst.Engineer Chandernagore Municipal Corporation

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই পোস্টাল বিধান নম্বর (১৭৭৪৪), জোনাল অফিস বিল্ডিং, ৪ ফ্লোর, ১/১৬ হিজলিগেট রোড, কলকাতা-৭০০০৪১। ফোন নং.: ০৩৩ ২৫৫৪৫৮২২/ ১৭৩০১। E-mail: SBI.157445@sbi.co.in
সংবাদিনী
প্রসঙ্গ হিসাবে আওরগেদ গোলাপী প্রকাশিত হয়েছিল গত ০৬.১০.২০২৩ তারিখে "দুহুত বার্তা" পত্রিকা। যেকোনো স্থাপার ভুল ছিল সম্পর্কিত বিবৃতিটি ও বন্দেশা রাশি-তে কাকী স্থায়র ও অস্থায়র সম্পর্কিত বিবরণ-এর পরিবর্তে পড়তে হবে কাকী অস্থায়র সম্পর্কিত বিবরণ ও ভুল. কসামে স্থাপার ভুল রয়েছে বন্দেশা রাশিতে। উল্লিখিত আলোচনা গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে এসে পরিবর্তে পড়তে হবে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুখ ও দারী। ব্যক্তি অংশ অপরিসীমভাবে থাকবে। উল্লিখিত ভ্রটির জন্য দুঃখিত।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION &-TENDER

ABRIDGED NIT	
The Ex-Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :- 1. NIT NO. : LTG/93/WD-25/BR-IV/Z-II/23-24 Name of the work : Installation and renovation of street lighting system at Madan Chatterjee Lane, Parbati Ghosh Lane and different places in Ward No.25 under Borough-IV. Estimated Amount : Rs.2,99,362.00. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days. Last date and time of Submission of BID (online) : 03.11.2023 upto 3 p.m. The Bid forms and other details are available on and from 10.10.2023 at 4 p.m. 2. NIT NO. : LTG/137/VIZ-II/23-24 Name of the work : Temporary installation of PA System and other items for Immersion of Durga Puja, Lakshmi Puja, Kali Puja at different Ghats of Riverfront Site under Br.-V. Estimated Amount : Rs.1,19,300.00. Earnest Money : Rs.2,400.00. Period of Completion : 150 days. 3. NIT NO. : LTG/127/VIZ-II/23-24 Name of the work : Temporary lighting system at Riverfront Site & other surrounding area under Panighat Ghat to Rani Rashmoni Ghat and other Ghats for other Festive purpose under Br.-V. Estimated Amount : Rs.2,94,030.00. Earnest Money : Rs.5,900.00. Period of Completion : 58 days. 4. NIT NO. : LTG/139/VIZ-II/23-24 Name of the work : Temporary lighting system in Front of Eden Garden & surrounding areas of Gostopal Sarani for Immersion purpose under Br.-V. Estimated Amount : Rs.2,80,478.00. Earnest Money : Rs.5,700.00. Period of Completion : 120 days. 5. NIT NO. : LTG/141/41/VIZ-II/23-24 Name of the work : Development of street lighting system at Muktaram Babu Str. & other different places in Ward No.41 under Borough-V. Estimated Amount : Rs.2,99,350.87. Earnest Money : Rs.6,000.00. 6. NIT NO. : LTG/129/VIZ-II/23-24 Name of the work : Miscellaneous improvement of lighting arrangements by LED light fittings at Strand Road I.E. from Shahid Khudiram Bose Road to Kiran Shankar Ray Road for Road Safety in Ward No.45 under Br.-V. Estimated Amount : Rs.1,99,711.34. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 20 days (for SI.No. 5 & 6). 7. NIT NO. : LTG/134/VIZ-II/23-24 Name of the work : Operation and maintenance of lighting installation at Riverfront Site from Princep Ghat to Babughat under Br.-V.	Estimated Amount : Rs.4,86,432.00. Earnest Money : Rs.9,800.00. Period of Completion : 365 days. 8. NIT NO. : LTG/77/37/VIZ-II/23-24 Name of the work : Improvement of bustee lighting system at Patwarbagan Lane Bustee & other Bustee areas in Ward-37. Estimated Amount : Rs.1,99,981.01. Earnest Money : Rs.4,000.00. 9. NIT NO. : LTG/76/36/VIZ-II/23-24 Name of the work : Improvement of bustee lighting arrangement at 24, 25 North Sealdah Road Bustee and other Bustee areas in Ward-36. Estimated Amount : Rs.1,99,949.70. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 30 days (for SI.No. 8 & 9). 10. NIT NO. : LTG/13/50/VIZ-II/23-24 Name of the work : Annual operation and maintenance of street lighting arrangement in Ward No.50. Estimated Amount : Rs.4,86,148.00. Earnest Money : Rs.9,800.00. Period of Completion : 365 days. 11. NIT NO. : LTG/119/50/VIZ-II/23-24 Name of the work : Repairing & replacement of street lighting system at S.N. Banerjee Road and other sites in Ward No.50. Estimated Amount : Rs.1,88,130.00. Earnest Money : Rs.3,800.00. Period of Completion : 45 days. 12. NIT NO. : LTG/120/49/VIZ-II/23-24 Name of the work : Repairing & replacement of street lighting system at Baithak Khana Road and other sites in Ward No.49. Estimated Amount : Rs.1,59,089.00. Earnest Money : Rs.3,200.00. Period of Completion : 35 days. Last date and time of Submission of Bid : 16.10.2023 upto 4 p.m. (for SI.No. 2 to 9) and 17.10.2023 upto 4 p.m. (for SI.No. 10 to 12). The Bid forms and other details are available on and from 10.10.2023 at 6 p.m. (for SI.No. 2 to 4), 06.10.2023 at 6 p.m. (for SI.No.5 to 9) and 07.10.2023 at 6 p.m. (for SI.No. 10 to 12). The website https://etender.wb.nic.in (for SI.No. 1 to 12). CORRIGENDUM Tender Notice published in this Newspaper on 06/10/2023 (Key No.831/23-24) of Bustee Services Department (SI.No.4). NIT No. will be read as NIT No.- KMC/EEC/BS/23-24/164 (1st Call) instead of NIT No.- KMC/EEC/BS/23-24/154 (1st Call) and all other parts of NIT will remain same. 844 / 23-24

সামনে উগরে দেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিক্ষোভের জেরে সাংগঠনিক বৈঠকে সময় মতো শুরু করতে পারেনি বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। কার্যত এই ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। এই ঘটনায় বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা ও গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে চলে আসে। এদিনের ঘটনাকে তীব্র কটাক্ষ করেন জামালপুর রুল্ক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান। তিনি বলেন, কোন উন্নয়ন নয়, বিজেপি শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক তাস খেলে মানুষের মধ্যে বিভেদের রাজনীতি করছে। জামালপুর সহ সারা রাজ্যেই বিজেপির কোন সংগঠন নেই, তাদের পাশে মানুষ নেই। ভোটের সময় সাধারণ মানুষকে

কোটি কোটি টাকা খরচ করে জেলায় কেন্দ্রীয় নেতারা প্রচার করতে আসে, কিন্তু ভোট মিটে গেলে তাদের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। জামালপুরের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পাশে আছেন। দলমত নির্বিশেষে রাজ্য সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন জামালপুরের মানুষ। তাই বিজেপিকে এখানে

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

যে সমস্ত লক্ষণ ক্যানসারের ইঙ্গিত দেয়

দুরন্ত বার্তা ঃ ক্যানসারের নাম শুনলেই বেশির ভাগ মানুষ যেটি মনে করেন তা হচ্ছে, এটি একটি মারাত্মক রোগ যাতে আক্রান্তরা মারা যান। কিন্তু ’৭০-এর দশকের পর থেকে ক্যানসারে আক্রান্তদের বেঁচে থাকার হার তিনগুণ বেড়েছে। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করানোর কারণে। বাস্তবে বেশির ভাগ ক্যানসারই চিকিৎসাযোগ্য এবং যেসব রোগীরা খুব মারাত্মক পর্যায়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আগে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পান তারা ভালো ফলও পান। সমস্যা হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ছোটোখাটো উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে চাই না বা সেগুলোকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেই না। এসব উপসর্গকে আমরা এড়িয়ে চলি- যা আসলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ব্রিটেনের ক্যানসার গবেষণা সংস্থার এক গবেষণা অনুযায়ী, সেদেশের অর্ধেকের বেশি বাসিন্দা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এমন কোনো উপসর্গে ভুগেছেন যেটি আসলে ক্যানসারের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মাত্র ২ শতাংশ মনে করেছেন যে, এর কারণে তাদের ভুগতে হতো পারে এবং এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ একে কোনো ধরনের পাত্তাই দেননি এবং এর ফলে চিকিৎসকের কাছেও যাননি। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের একজন গবেষক এবং এই ক্যানসার গবেষণার প্রধান কাচিটরিনা হুইটেকার বলেন, মানুষ মনে করে যে, মানুষকে স্বাস্থ্য নিয়ে অতি উদ্বিগ্ন হতে উৎসাহিত করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু আমরা এমন মানুষও পেয়েছি যারা চিকিৎসকের কাছে যেতে বিব্রত বোধ করে। কারণ তারা মনে করে যে, তারা আপনার সময় নষ্ট করছে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্পদ যথেষ্টভাবে নষ্ট করছেন। তিনি বলেন, আমাদের এই বার্তা পাঠাতে হবে যে, আপনার যদি এমন কোনো উপসর্গ থাকে যেটা সহসই যাচ্ছে না, বিশেষ করে এমন সব উপসর্গ যেগুলোকে খুঁশিয়ারি সংকেত হিসেবে মনে করা হয়, তাহলে সেগুলোকে অবহেলা না করে আপনার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত এবং তার সহায়তা চাওয়া উচিত।

ক্যানসারের এমন ১০টি সাধারণ উপসর্গ রয়েছে যেগুলোকে অবহেলা করা উচিত নয় বলে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি মনে করে।

১. কারণ ছাড়া ওজন কমে যাওয়া ঃ ক্যানসার আক্রান্ত বেশির ভাগ মানুষই কোনো না কোনো সময় ওজন হারাতে শুরু করে। যখন আপনি কোনো ধরনের কারণ ছাড়াই ওজন হারাতে শুরু



করেন, এটাকে বলা হয় ব্যাখ্যাহীন ওজন হারানো। এতে চিন্তার কারণ আছে। ব্যাখ্যাহীনভাবে বা কোনো কারণ ছাড়াই পাঁচ কেজি বা তার বেশি ওজন কমলে সেটি ক্যানসারের প্রথম লক্ষণ হতে পারে। অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, খাদনালি বা ফুসফুসের ক্যানসারের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়ার এই লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

২. জ্বর ঃ ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের সবচেয়ে সাধারণ একটি উপসর্গ হচ্ছে জ্বর। অবশ্য যে স্থানে ক্যানসার উৎপন্ন হয়েছে সেখান থেকে দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়া শুরু হলে তখন প্রায়ই জ্বর দেখা দেয়। ক্যানসারে আক্রান্ত সবাই কোনো না কোনো সময় জ্বরে ভোগেন। বিশেষ করে যদি ক্যানসার বা এর চিকিৎসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে জ্বর বেশি হয়। অনেক ক্ষেত্রে জ্বর ক্যানসারের প্রাথমিক উপসর্গও হতে পারে।

যেমন লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা।
৩. ক্লান্তি ঃ এখানে ক্লান্তি বলতে বোঝায় চরম ক্লান্তিভাব-যা বিশ্রাম নেওয়ার পরও দূর হয় না। ক্যানসার বাতার সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু ক্যানসার যেমন লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে শুরুর দিকেই ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

কিছু কোলন বা মলাশয় ও পাকস্থলীর ক্যানসারের ক্ষেত্রে রক্তপাত হতে পারে তবে এটা সবক্ষেত্রে হয় না। এর কারণেও ক্যানসারের সময় ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

৪. হৃদকে পরিবর্তন ঃ হৃদকের ক্যানসার ছাড়াও আরও কিছু ক্যানসার রয়েছে যাতে আক্রান্ত হলে হৃদকে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণ ও উপসর্গের মধ্যে রয়েছে—

–হৃদক কালো হয়ে যাওয়া বা হাইপারপিগমেন্টেশন।

–হৃদক ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া বা জন্ডিস।

–হৃদক লাল হয়ে যাওয়া এবং চুলকানি।

–মাত্রাতিরিক্ত চুলের বৃদ্ধি।

৫. অস্ত্রের ক্রিয়া বা মূত্রাশয়ের কার্যক্রমে পরিবর্তন ঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া বা আপনার মলের আকারে দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন মলাশয়ের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। অন্যদিকে, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, প্রস্রাবে রক্তপাত, বা মূত্রাশয়ের কার্যক্রমে পরিবর্তন– যেমন আগের তুলনায় কম বা বেশি প্রস্রাব করা ইত্যাদি মূত্রাশয় বা প্রোস্টেট ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে।

৬. যে ক্ষত ভালো হয় না ঃ অনেকেই জানেন যে, দেহে যদি

আচমকা হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে

বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর বড় ১০টি কারণের অন্যতম হার্ট অ্যাটাক। বলা হয়ে থাকে বিশ্বে এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ। আমাদের দেশেও হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ আজকাল খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ব্যায়াম করুন আর নাই করুন, যে কোনো সময়ে আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। খাদ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করুন এবং এতে কলোস্টেরলের পরিমাণ ২০০-এর নিচে রাখতে সচেষ্ট হোন। তুলনামূলক স্বল্পমাত্রার ভালো কলোস্টেরল, এইচএলডি অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ ট্রাইগ্লিসারাইড এই সমস্যা উদ্ভূত তৈরি করতে পারে এবং এটি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সমান ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও হার্ট অ্যাটাক হলেই মৃত্যু হবে এমন নয়। শক্তিশালী ক্লট বাস্টিং (রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধক) এবং ওষুধ বেশিরভাগ হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারে।

এই ওষুধ দ্রুত সরবরাহের মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ-ধমনিতে জমাট বাঁধা রক্ত তরলীকরণের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. ডব্লিউ ডগলাস প্রয়েভার বলেন, একজন চিকিৎসক কোনো রোগীর ক্লট বাস্টিং চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা তা তাকে অধিসংখ্যক প্রশ্ন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তিনি এই সত্য প্রমাণে সক্ষম হবেন যে, রোগীর চিকিৎসা না করার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে এই ওষুধ ব্যবহারের ঝুঁকি নেওয়া অনেকাংশেই উত্তম। কলোরোডা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ও পরিচালক রবার্ট গিলবার্গ স্বীকার করেন, ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যত ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত তা হচ্ছে না।

সবচেয়ে ভালো হবে হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেওয়ার প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করা। এক মুখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই যদি রোগীকে ক্লট বাটার দেওয়া হয় তবে মৃত্যুরুঁকি ৪৭ শতাংশ কমে যায়। আবার ৬ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে এই ঝুঁকি কমে যায় ১৭ শতাংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল-আপনি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লট বাস্টিং ওষুধগুলোর মধ্যে কোনটি আপনি দ্রুত নাগালের মধ্যে পেলেন।

সর্বোচ্চ হাসপাতালটি বেছে নিন ঃ হার্ট অ্যাটকের রোগীকে হাসপাতালে আনা এবং ক্লট বাস্টিং ওষুধ প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়সীমা ৩০ মিনিট (যা রোগীর জন্য ভালো) থেকে ২৫৫ মিনিট (যা রোগীর জীবননাশে যথেষ্ট) পর্যন্ত বিস্তৃত। হাসপাতালের এই জরুরি বিভাগগুলো খুব ভালো যেখানে রোগী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিহত



করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যদি আপনার এলাকায় চিকিৎসার জন্য একাধিক হাসপাতাল থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিন, হার্ট অ্যাটাক চিকিৎসার জন্য কোনটি উত্তম।

প্রাথমিক উপসর্গ

–ঝুক ব্যথা, চাপ চাপ ব্যথা, বুকের বাম পাশে বা পুরো বুসজুড়ে তীব্র ব্যথা।

–শরীরের অন্য অংশে ব্যথা মনে হতে পারে, ব্যথা শরীরে এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলে যাচ্ছে যেমন বুক থেকে হাতে ব্যথা অনুভব করা। সাধারণত বাম হাতে ব্যথা হয় কিন্তু দু’হাতেই ব্যথা হতে পারে।

–মাথা ঘোরা বা বিমবিম করা।

–শরীরে ঘাম হওয়া।

–বমি বমি ভাব হওয়া।

–হৃদক ধড়ফড় করা বা বিনা কারণে অস্থির লাগা।

–সর্দি বা কাশি হওয়া।

বেশির ভাগ সময় বুকে ব্যথা খুবই তীব্র হয় ফলে শরীরের অন্য অংশে ব্যথা অনেকেই টের পান না। ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের এক গবেষণা বলছে, হৃদরোগের প্রথমিক উপসর্গ খেয়াল না করলে তার ফলে কেবল মৃত্যু নয় বেঁচে থাকলেও অনেক জটিলতা নিয়ে বাঁচতে হয়। **সব সময় মেডিকেল তথ্যসংবলিত প্রয়োজনীয় তালিকা সঙ্গে রাখুন** ঃ এটি সঙ্গে থাকলে যে কোনো জরুরি বিভাগে খুব ভালো কাজ দেবে। আমেরিকার বার্মিংহামের আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের পরিচালক ডা. জেরাল্ড পিস্ট আপনার চিকিৎসককে জানানোর জন্য আপনার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে আপনার মানিব্যাগে সব সময় রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় কিন্তু এখনই। স্মরণ রাখবেন, আপনার হার্ট অ্যাটকের পরে প্রতিটি সেকেন্ড আপনার বাঁচার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করতে থাকে।

আচমকা যদি আপনার মুখ বেকৈ যায়

দুরন্ত বার্তা ঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ লক্ষ করলেও, মুখের এক পাশে বাকা হয়ে গেছে। তখন সেখানে মুখের এক পাশ দিয়ে জল পড়ে যায়, এক পাশের চোখ বন্ধ হয় না। এ রকম পরিস্থিতিতে সবাই ধারণা করেন, রোগীর নিশ্বাসই ‘স্টোক’ হয়েছে। এটি স্নায়ুগত সমস্যা টিকই, তবে তা স্ট্রোক নয়। এরাগের নাম ‘বেলস পালসি’। বেলস পালসি হঠাৎই হয়। স্নায়ুগত সমস্যা হলেও এটি খুব জটিল কোনো রোগ নয়। সঠিক চিকিৎসায় বেশিরভাগ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। স্বল্পসংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থেকে যায়, যার জন্য দীর্ঘমেতাদি চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। বেলস পালসির কারণ এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে হারপিস নামের একধরনের ভাইরাস, ডায়াবেটিস ও গর্ভাবস্থার সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা হয়। এই সমস্যায় রোগীর হঠাৎ মুখের এক দিক বাকা হয়ে যায়। এর সঙ্গে

খাবারের স্বাদ না পাওয়া ও এক পাশের কানে জোরে শব্দ শোনার মতো সমস্যা হতে পারে। স্ট্রোকেও মুখ বেকৈ যেতে পারে। তবে তার সঙ্গে কথা জড়িয়ে যায়, এক দিকের হাত-পা অবশ্য হয়ে যায়। বেলস পালসিতে তেমনটা হয় না। এই সমস্যায় কেবল মুখের এক দিক আক্রান্ত হয়। রোগীর মুখ বাকা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে এক পাশের চোখের পাপড়ি পুরোপুরি বন্ধ হয় না। এক চোখ একটু খোলা থাকে সব সময়। রোগটি নির্ণয়ের জন্য সাধারণত কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। রোগীর ইতিহাস শুনে ও রোগীকে দেখেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা নির্খুঁতভাবে রোগটি নির্ণয় করতে পারেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রোক বা মস্তিষ্কের অন্য রোগ থেকে আলাদা করার জন্য মাথার সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। বেলস পালসির চিকিৎসাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়- ওষুধ, পরামর্শ ও ফিজিওথেরাপি। স্টেরয়েড

জাতীয় ওষুধ এই রোগের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। বিশেষ করে যদি প্রথম সাত দিনের মধ্যেই দেওয়া যায়। এই সমস্যায় চোখের খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রোগী কালো চশমা ব্যবহার করতে পারেন। রাতে ঘুমানোর সময় যদি চোখ পুরোপুরি বন্ধ না হয়, তাহলে চোখের ওপর পালো কাপড় দেওয়া যেতে পারে। চোখ ঈষৎ খোলা থাকলে চোখের জল শুকিয়ে যায়, খচখচ করে আর যন্ত্রনা হয় বলে এই চিকিৎসা। বেলস পালসির চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি খুবই কার্যকর। বিভিন্ন পরীক্ষার পরে তুলতে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি দরকার। এতে রোগী দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন, খাবার চিবােনা বা গেলার ক্ষমতা ফিরে আসে। ডায়াবেটিসের রোগীরা রক্তের শর্করা সুনিয়ন্ত্রণে রাখবেন। আকস্মিক সমস্যাটি দেখা দিলে দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।



দুরন্ত বার্তা ঃ রক্তচাপের সমস্যা এখন অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা দিচ্ছে। কারণ ওষুধের উচ্চ রক্তচাপ আবার কালও ক্ষেত্রে নিম্ন রক্তচাপ বা সো ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশার সো হলে মাথা ঘোরা, ঘাড়ে ব্যথা, বমি বমিভাব দেখা দিতে পারে। এ ধরনের সমস্যা একবার সেরে গেলেও নিশ্চিত হওয়ার কিছু নেই, আবার যে কোনো সময় দেখা

দিতে পারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে ভেবেই আগের মতোই অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন অনেকে। ফলে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এই সমস্যা। তাই রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশারে কোনোরকম সমস্যা দেখা দিলে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে জীবনযাপনে। বিশেষ করে খাবারের তালিকা পরিবর্তন আনতে হবে। যেতে হবে এমন কিছু খাবার যা এই সমস্যা থেকে দূরে রাখবে। **ডিমের উপকারিতা** ঃ অনেক অসুখের ক্ষেত্রেই ডিম বেশ উপকারী একটি খাবার। নিম্ন রক্তচাপের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। ডিমে আছে ভিটামিন বি-১২, যা আমাদের শরীরে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। যারা নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন তারা প্রতিদিন অন্তত একটি ডিমে খেলে উপকার পাবেন।

চকোলেটও উপকারী ঃ স্বাদের জন্য চকোলেট প্রায় সবাব্য কাছেই পছন্দের

একটি খাবার। স্বাদ ছাড়াও এটি স্বাস্থ্যের জন্য নানাভাবে উপকার বয়ে আনে। তবে যে কোনো চকোলেট নয়, যেতে হবে ডার্ক চকোলেট। এই চকোলেটে আছে ফ্লাভানল নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এই উপাদান আমাদের রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

আঙুর খানো ঃ উপকারী ফল আঙুর। মিষ্টি স্বাদের এই ফল নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। রক্তচাপ কমে গেলে এক গ্রাস আঙুরের রস খেয়ে নিলে। এতে দ্রুতই উপকার পাবেন। আঙুরে আছে পটাশিয়াম। যা আমাদের রক্তনালির প্রাচীর শিথিল করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনে। আমাদের হার্ট কিংবা ধমনির সুস্থতার জন্য রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। তাই নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় তুলে আঙুর বা আঙুরের রস খেতে পারেন।

ক্যাফেইন ঃ পরিমিত ক্যাফেইন

রক্তচাপ বাড়াতে বেশ ভূমিকা রাখে। তাই হঠাৎ রক্তচাপ কমে গেলে এককপ কফি খেতে পারেন। এতে খুব দ্রুতই রক্তচাপ স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। সবচেয়ে ভালো ফল থাকলে পান করতে পারলে। কফি না থাকলে এর বিকল্প হিসেবে খেতে পারেন লিকার চা। এটিও বেশ কার্যকরী।

তরল খাবার ঃ নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা হলে বেশি বেশি তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত। আমাদের শরীরে জলের পরিমাণ কম গেলে দেখা দিতে পারে নিম্ন রক্তচাপ। তাই শরীর ভেতর থেকে আর্দ্র রাখা ভীষণ জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে প্রতিদিন অন্তত দুই লিটার জল পান করতে হবে। তবে শুধু জল নয়, জলের পরিমাণ বেশি এমন সব খাবারও খেতে হবে। নানা ধরনের ফল খেতে পারেন। ডাটের জল, তরমুজ, শরবত, যোল এসবও খেতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ ওজন কমাতে হলে প্রতিনিয়ত কি ক্যালোরি মেনে খাওয়া-দাওয়া করা উচিত?

উত্তর ঃ ওজন কমাতে শরীরে ক্যালোরির ঘাটতি তৈরি করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এক সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণ ওজন কমাতে কাউকে ক্যালোরি পোড়াতে হয় আবার কাউকে কম ক্যালোরির খাবার গ্রহণ করতে হয়। এজন্য প্রতিদিন ক্যালোরি মেপে খাবার খাওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ক্যালোরি মেপে খাবার খাওয়া ওজন কমানোর আদর্শ কোন উপায় না। বিজ্ঞানীরা ক্যালোরির হিসাব না করে স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন। এতে করে দেখা যায় ডায়েটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। ক্যালোরি কম খাওয়ার ফলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি ও পেশীর ক্ষতি হতে পারে। এতে করে পর্ববর্তীতে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সুষম ডায়েট ক্যালোরি পরিবর্তন না করে খাবার পরিমাণ ডায়েটের মধ্যে ওজনের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পাওয়া যায়নি।

৬০৯ জনের উপর ১২ মাস পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যালোরি গ্রহণের বিষয়ে যারা চিন্তা করে না এবং যারা ক্যালোরি মেপে ডায়েট করে তাদের উভয়ের ওজন সমান হারেই কমে। ওজন কমানোর জন্য ক্যালোরি কম খাওয়ার কোন বিকল্প নেই। তবে সমীক্ষা বলছে আপনি কতটুকু খাবার খান তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি কি খাচ্ছেন। ওজন কমানোর জন্য ক্যালোরি গণনা করার পরিবর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বস, প্রোটিন ও ফ্যাট খাওয়ার উপর মনোনিবেশ করা উচিত। সকালে খাবারের মতো, যদি আপনি এমন একটি প্রোটিনমুক্ত খাবার খান যা আপনাকে আপনার ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ বজায় রাখতে সহায়তা করবে তবে অন্যান্য পুষ্টি থেকেও আপনাকে বঞ্চিত করবে। এর ফলে বিপাক ক্রিয়া ধীর হবে এবং আপনাকে দুর্বল করে দেবে। পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া আপনার শক্তি বজায় রাখে এবং ফ্যাট বার্ন করতে সহায়তা করবে। মনে রাখবেন যে আপনার লক্ষ্যটি স্বাস্থ্যের সাথে আপস না করে ওজন কমানো।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২০ বছর। কয়েক সপ্তাহ পরপর আমার জিব ও ঠোঁটে সাদা ফুসকুড়ির মতো হয়। শাকসবজিসহ ভিটামিন জাতীয় খাবার খাই। এরপরও কিছুদিন পরপর এগুলো হওয়ার কারণ কি? উত্তর ঃ মনে হচ্ছে এটা অ্যাপথাস আলসার। সাধারণত মানসিক চাপ, অস্বাভ, ভিটামিন ও মিনারেল স্বল্পতা (যেমন জিংক, বি১২), পরিবারিক ইতিহাস, ভাইরাস সংক্রমণ, বদহজম, হরমোনাল তারতম্য প্রভৃতি এর কারণ। দৃষ্টিস্ফুটমুক্ত থাকুন, পর্যাপ্ত ঘুম নকরুন। উষ পানিতে লবণ মিশিয়ে কলকুটি, মুখের সঠিক স্বাস্থ্য পরিচাি, পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত তরল পান ও চিকিৎসকের পরামর্শ এই রোগের প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে। সাময়িক আরামের জন্য বেকিং সোডা, মিক্স অব ম্যাগনেশিয়া লাগানো যেতে পারে। ১৪ দিনেও সেরে না উঠলে অবশ্যই দম্ত চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩৯ বছর। শরীর ব্যথা ও দুর্বলতায় ভুগছিলাম। সম্প্রতি অবসাদ ও কাজের প্রতি বিরক্তি, বিশেষ করে হাডের ব্যথায় প্রায় অচল হওয়ার উপক্রম। সঙ্গে মাথায প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়, ঘুম একেবারেই টিকমতো হয় না। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ দেখালে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা করে রিপোর্ট ভালো হওয়ায় দৃষ্টিস্ফা কমানোর ওষুধ, অস্টিওপ্রাঞ্জিটিস বা গাঁটে বাতের জন্য ব্যথার ওষুধ ও কার্লসিয়াম নেনা কয়েক মাস আগে আমার নবম শ্রেণিপড়্যা মেয়ের টিবি বা যক্ষ্মা হওয়ায় সঠিক। আমার শরীর কি যক্ষ্মার জীবাণু থাকতে পারে? উত্তর ঃ যক্ষ্মা হলে ওজন কমা, অরুচি, জ্বর জ্বর ভাব ইত্যাদি থাকার কথা। শরীরে কোনো প্রস্টি ফেলা আছে কি না, তা চিকিৎসক নিশ্চয় দেখেছেন। মাথা যন্ত্রণা ও অনিদ্রার জন্য আপনার অ্যাজাইটি কমানোর ওষুধ লাগতে পারে, যা বিশেষজ্ঞ মনোবিদ দেখিয়ে নিয়ে গ্রহণ করাই ভালো। যক্ষ্মা হয়ে থাকলে আপনার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ তা শারীরিক পরীক্ষা ও ল্যাব রিপোর্ট থেকে আঁচ করতে পারতেন।

কৃষণনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার বাড়িতে আবার হানা দিল সিবিআই হানা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : ফের নদিয়ার কৃষনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই হানা। তার কাছ থেকে আগেই নেওয়া



হয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত নথি। পুর নিয়োগকাণ্ডের তদন্তে রবিবার সকালে নদিয়ার কৃষনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। এদিন অসীমের বাড়িতে সিবিআইয়ের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল গিয়েছে।অসীম বর্তমান পুরবোর্ডের সদস্য। সেই সঙ্গে তৃণমূলের নদিয়া, উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদকও। নিয়োগ মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ

এবং অযন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অসীমের নাম পাওয়া গিয়েছে। তার পর পুর-নিয়োগ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানায় তদন্তকারী

সংস্থা। বিভিন্ন সূত্র ধরেই পরবর্তী সময়ে আললতের নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেমেছে সিবিআই। রবিবার সকালে কৃষনগর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধানের কৃষ্ণনগর থানা এলাকার শক্তি্নগের বাড়ি কার্যত ঘিরে ফেলে কেংদ্রীয়। তদন্তকারী সংস্থা। এর পর দফায় দফায় জিজ্ঞেস করা হচ্ছে অসীমকে। ধৃত অযনের সংস্থাকে পুরসভার

কমীনিয়োগ পক্ষীক্ষার বরাত দেওয়া নিয়ে অসীমের কী ভূমিকা ছিল, সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে বলে খবর। তা ছাড়াও, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ভূগমূল নেতার সম্পত্তির হিসাব। সিবিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, অসীমের একাধিক কথায় অসঙ্গতি পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এ নিয়ে সকাল থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। উল্লেখ্য, পুর-নিয়োগ মামলায় রবিবার সকাল থেকেই জায়গায় জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআই। প্রথমে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকদের যাওয়ার খবর মেলে। তার পর একে একে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের ভবানীপুর এবং দক্ষিণেশ্বরের আবাসস্থলে সিবিআই অভিযান হয়। উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর এবং কাঁচরাপাড়াতে যায় সিবিআই। হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায় এবং কাঁচরাপাা পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুমনা রায়ের বাড়িতে অভিযান হয়েছে। সিবিআইয়ের পৃথক পৃথক দল গিয়েছে মদনম পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান হরে ঃ দ্র সিংহ এবং নিউ ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদারের বাড়ি।

কলকাতা ফেরার পথে হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত তিস্তাবাজার পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল

দূরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৮ অক্টোবর : দার্জিলিং সফর শেষ করে রবিবারই কলকাতায় ফিরলেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে হাপা বানে ক্ষতিগ্রস্ত তিস্তাবাজার পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গেও। দুর্গতদের সর্বরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন আনন্দ বোস। দার্জিলিং সফর শেষ করে রবিবার বিকেলেই কলকাতায় ফিরছেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। এদিন তিনি কলকাতায় ফেরার পথে হাপাবানে বিশ্রুপ কালিঙ্গপু জেলার তিস্তাবাজারে যান। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্দন করেন। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বাঁধ ভাঙা জলে তিস্তানদী প্রকৃতিতে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তাতে অভাবনীয় ক্ষতি হয়েছে পাহাড়ে। প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ। বহু মানুষের সহায় সম্বল চলে গিয়েছে তিস্তার কবলে যা

জলদস্যুর আক্রমন আটকাতে একাধিক দাবিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৮ অক্টোবর : বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষ নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরে, জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরার সময় মৎস্যজীবীদের উপর জলদস্যুদের আক্রমণের ঘটনা আর তাই নতুন নয়,কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর কুলতলির ভুবনখালির বাসিন্দা বাদল গগৈেন তাঁর তিন সহকর্মীর সঙ্গে নিয়ে সৃ ংদরবনে বেণিকেলী হামালের বেড ক্লাবের খালে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলে মাঝরাতে প্রায় ১৫ জনের উপর দুষ্কৃতির দল চড়াও হয়। তাদের মারধর করে ৬৫ লিটার ডিজেলা, ৪ টি চিট, ২ টি ত্রোপসে মাছ ধরার জাল, ৩ টি ডেলালামাছ ধরার জাল, ১ টি স্মার্টফোন, ২৫ কেজি চাল, আনুমানিক ১৫০০ টাকার মুদিখানা বাজার, মেশিনের হ্যান্ডেল ইত্যাদি হাতিয়ে চম্পট দেয়। গত এপ্রিলে পাখিরালার বাসিন্দা সুপদ মন্ডল মধু সংগ্রহের জন্য নৌকা নিয়ে তারার খাল ও পশুর তলা খালে গেলে একই ভাবে তাদের উপর হামলা

চালিয়ে যাবতীয় সামগ্রী লুট করে পালায় ডাকাতের দল। ঐ এপ্রিলেই জলদস্যুদের আক্রমণের আর একটি ঘটনা সামনে আসে। আমলামেথির



বাসিনা সাধন মন্ডল মধু আনতে নৌকা নিয়ে চেরা গাজী খালে গেলে ডাকাতের দল তাদের ব্যাপক মারধর করে সব লুট করে পালায়। তাদের শারীরিক অবস্থা এতটাই গুরুতর ছিল যে, তাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মস্যাজীবীদের উপর

জলদস্যুদের হামলা বৃদ্ধি পেলেও কেফাও দুষ্কৃতির দল এখনো পর্যন্ত ধরা পড়েনি। এমতাবস্থায় রুটি কর্ত্তির প্রয়োজনে নদীতে গেলে বাধের

অধিকার রক্ষা সমিতি তথা এপিডিআরের জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে রবিবার সৈদীট উপকূল থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।এদিন এই বিষয়ে এপিডিআরের জেলার সহ সম্পাদক মিুন মন্ডল বলেন, আমরা চাই প্রশাসন এগিয়ে এসে দ্রুত ব্যবস্থা নিকা। আমরা এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচিতে এই দাবি গুলি তুলে ধরি। দাবি গুলো হল -১) অবিলম্বে ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জাতি দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।২) লুট যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে ভুক্তভোগী মস্যাজীবীদের ক্ষেরত দিতে হবে।৩) জীবিকার প্রয়োজনে নদীতে মাছ কাঁকা ধরতে বা মধু সংগ্রহ করতে গেলে তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।৪) সুন্দরবনের নদীতে জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত মস্য জীবীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।৫) সুন্দরবনের নদীতে জল দস্যুদের ধরা ও মস্যাজীবী দের নিরাপত্তার জন্য থানায় থাকা স্পিড বোটগুলোকে সচল করতে হবে। আর এই দাবি গুলির দ্রুত সমাধান না হলে আমরা আগামীদিনে আর ও বৃহত্তর আাে দালনের পথে নামবো।

Name Change
I, Md Ismail Sk, S/O Yead Ali, Residing at Vill- Balidanga, P.O-Gobarhati, P.S-Kandi, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin 742136 Declare That My Right Name Md Ismail Sk & amp; Wrong Name Mohammad Ismail Shaikh, Is Same and one Identical Person Vide an Affidavit Before the Notary Berhampore Court On 06/10/2023

Name Change
I, Abeda Bewa, W/O-Anowar Sk, residing at Jagannath Ghat, Sadar Hospital, P.O & amp; PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101, declare That my right name Abeda Bewa & amp; wrong name Abeda Bibi, is same and one identical person vide an affidavit before the notary Berhampore court on 03/10/2023

Name Change
I, HARDUAR UPADHYAY(OLD NAME), RESIDING AT JOKHU UPADHYAY, RESIDING AT FLAT NO - 10B,BLOCK NO - 5,MERLIN MAXIMUS,618 B.T. ROAD,PANI-HATI, NORTH24PARGANAS - 700115,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARDWAR UPADHYAY(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/1985, THAT HARDUAR UPADHYAY AND HARDWAR UPADHYAY SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I TASLEEM QADIR, S/O GULAM KADER, R/O 7A/1, GOBIND DHAR LANE, PIN-700001, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TASLIM KADER, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. TASLIM KADER AND TASLEEM QADIR SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUBRATA MOHAN SUDHANSU DAS, S/O SUDHANGSHU MOHAN DAS, R/O 195 N. S. ROAD, SUGAM PARK , BLOCK -H, FLAT-2A, NARENDRAPUR, SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBRATA MOHAN DAS, VIDE AFFIDAVIT SWRNB BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. SUBRATA MOHAN DAS AND SUBRATAMOHAN SUDHANSU DAS, SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I SRUTIKANA SUBRATAMOHAN DAS, D/O SAMARENDRAN KUMAR CHOUDHURI, R/O 195 N.S. ROAD, SUGAM PARK BLOCK -H, FLAT-2A, NARENDRAPUR , SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRUTIKANA DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. SRUTIKANA DAS AND SRUTIKANA SUBRATAMOHAN DAS SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUDIPTA SUBRATA MOHAN DAS, S/O SUBRATA MOHAN DAS, R/O SUGAM PARK, BLOCK -H, FLAT-2A, N.S. ROAD, RAMAKRISHNA MISSION, NARENDRAPUR, VTC, RAJPUR,SONARPUR(M), P.O NARENDRAPUR, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDIPTA DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. SUDIPTA DAS AND SUDIPTA SUBRATAMOHAN DAS SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I RANJAN SINGH SENGER & RAJEN SINGH SENGER, S/O MAHADEV SINGH SENGER, R/O BLG- 7F-147, CENTRAL GOVT , STAFF QUARTER, NARKELDANGA MAIN ROAD, KANKURGACHI, KOLKATA -700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJAN SINGH SENGER, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. RAJAN SINGH SENGER AND RANJAN SINGH SENGER SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I DIPU NASKAR, SON OF SHASHABINDU NASKAR, RESIDING AT KAMRUKHAN, SANGA NORTH 24 PARGANAS, PIN 743438, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP NASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. THAT DIPU NASKAR AND DILIP NASKAR ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I D BANERJEE,SON OF LATE SANTOSH BANERJEE,RESIDING AT 14/7 BOSE PUKUR ROAD,1ST FLOOR FLAT A1, KOLKATA - 700042,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASISH BANERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023.THAT DEBASISH BANERJEE AND D BANERJEE ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I REJWAN HASAN(OLD NAME), SON OF MD. HASANUZZAMAN, RESIDING AT GOAKHALI, PO-GOLABARI BAZAR, PS-DUTTA-PUKUR, NORTH 24 PARGANAS- 743423, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REJWAN HASAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. THAT REJWAN HASAN AND REJWAN HASAN ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KAJI NAJRUL HAQUE, S/O KAZI FAZLUL HAQUE, R/O MAGRAHAT, MAMUDDPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI NAJRUL HAQUE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. KAZI NAJRUL HAQUE SAME AND IDENTICAL PERSON

মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত হলো মহিলাদের জন্য পূজোর উপহার

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : দুর্গা পূজার দিন গুলি সাধারণ মহিলা দের পূজোর উপহার তুলে দিলেন শিলিগুড়ি জাতীয় মহিলা সমিতির সদস্যরা। রবিবার এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিন নম্বর বোরো চেয়ারম্যান মিলি শীল সিনহা, উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সমিতির সম্পাদক গঙ্গোত্রী দত্ত,সহ সংস্থার সদস্যরা। অনুষ্ঠানের শুরু তে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় মহিলা সমিতির সদস্য সুপর্ণা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সাধারণ মহিলাদের দুর্গোৎসব উপলক্ষে উপহার স্বরূপ শাডি তুলে দেয়া হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে। এদিন প্রায় দেড়শ জন মহিলার হাতে উপহার স্বরূপ শাডি তুলে দেওয়া হয়। আর পূজোর আগেই এই উপহার পেয়ে বেজায় মুগ্ধ মহিলারা।

সিকিমের বিপর্যয়ে মৃত ভেটাগুড়ির যুবকের বাড়িতে পার্থ

দূরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৮ অক্টোবর : সিকিমের বিপর্যয়ে মৃত ভেটাগুড়ি রুয়েরকুটি গ্রামের যুবক রাহুল মোদকের বাড়িতে এলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। সিকিমের রংপোতে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন ভেটাগুড়ির রাহ্লা। দিন দেশেক আগেই বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর কাজে যোগ দিতে রংপো যান। ঠিক ছিল ছুটি নিয়ে পূজোতে বাড়ি আসবেন। তার আগে বৃথবার সিকিমের বিপর্যয়ে প্রাণ হারান রাহুল। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। এই ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা গ্রামে। এই অবস্থায় রবিবার দুপুরে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মৃতের বাড়িতে যান তিনি। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পার্থবা ব বলেন, এই ক্ষতি অপূরণীয়। সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই। আমরা এই পরিবারের পাশে আছি। সবধরনের সহযোগিতা করা হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে শৌর্য জাগরণ রথযাত্রা



এই শোভাযাত্রাটি শিলিগুড়ির মোড় থেকে পুনরায় সে আর কেউ মোর হয়ে শিলিগুড়ি হিন্দি হাই স্কুলে গিয়ে সমাণ্ড হয়। এই শোভাযাত্রা কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার দিকে লক্ষ্য রেখে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় শোভাযাত্রা শুরুতেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উইনার বাহিনী সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।



উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগের সহজানওয়া স্টেশনে ট্রেন নং ১১১২৩ গোয়ালিয়র-বারউনি এক্সপ্রেসের স্টপেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় সাংসদ শ্রী রবি কিষান শুক্লা।

বিকাশ ভবনে পাঠানো চিঠির ট্র্যাক খুজতে গিয়ে সাইবার প্রতারণার শিকার প্রধান শিক্ষক

দূরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৮ অক্টোবর : বিকাশ ভবনে পাঠানো চিঠির ট্র্যাক খুজতে গিয়ে সাইবার প্রতারণার শিকার বালুরঘাটের একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। হ্যাকারদের ফাঁদে পড়ে খোয়ালেন একলক্ষ টাকাও। গুগল থেকে পোস্ট অফিসের ট্র্যাকিং সাইট খুঁজতে গিয়েই এই বিপত্তি। শনিবার টাকা ফেরার আবেদন জানিয়ে বালুঘাট সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থও হয়েছেন শিক্ষক স্নেহশিস তপস্বী। জানা গেছে, বালুরঘাট রঘুনাথপুর বিএম হাই

স্কুলের ওই প্রধান শিক্ষকের নাম স্নেহাশীষ তপস্বী। বেশ কয়েকদিন আগে তিনি বালুরঘাট পোস্ট অফিসের মূল ব্রাঞ্চ থেকে স্কুলের একটি চিঠি পাঠান বিকাশ ভবনে। যে চিঠির বর্তমান অবস্থান দেখতে শুক্রবার গুগলে পোস্ট অফিসের ট্র্যাকিং সাইটের জন্য সার্চ করেন। তখনই একটি ভুলো ওয়েবসাইটে তিনি চলে যান। সেখান থেকে তার মোবাইলে একটি লিংক থানার দ্বারস্থও হয়েছেন শিক্ষক স্নেহশিস তপস্বী। জানা গেছে, তড়িঘড়ি তিনি লিঙ্কে গিয়ে

অ্যাপটি ডাউনলোড করেন। সেখানে তাকে বলা হয় তার

চিঠির অবস্থান জানতে পেনাল্টি বাদদ ৫ টাকা পাঠাতে হবে। প্রথম

ব্যাক থেকে যে টাকা না যাওয়াতেই ফের অপর একটি ব্যাকের একাউন্ট থেকে তা পাঠানোর চেষ্টা করেন ওই শিক্ষক। দুটো ব্যাক্সে তাতে ফেল দেখানো হলেও তারা ওই শিক্ষককে জানান পেনাল্টির ৫ টাকা তারা পেয়ে গেছেন। এরপর ওই শিক্ষক তার চিঠির ট্র্যাকিং সাইড জানতে না পারলেও অ্যামক দুটো ব্যাংকের একাউন্ট থেকে কয়েক দফায় হাতিয়ে নেন এক লক্ষ টাকা। যা নিয়ে হুচতকিত হয়ে পড়েন ওই

প্রধান শিক্ষক। যে ঘটনা লিখিত আকারে জানিয়ে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই স্কুল শিক্ষক। এদিকে এই অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বি এম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্নেহাশিস তপস্বী বলেন, স্কুলের চিঠির ট্র্যাকিং সাইড খুজতে গিয়েই তার দুটি একাউন্ট থেকে একলক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা। টাকা কিয়ে পাবার আশায় এদিন সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

ছাগলের টোপে ধরা দিলো চিতাবাঘ

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ অক্টোবর : অবশেষে খাঁচাবন্দী হল লেপার্ড । শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা রক্সের তাসাটি চা বাগানেয় ঘাসি লাইন শ্রমিক মহঙ্লায় বনদপ্তরের পাচা খাঁচায় ছাগলের টোপে ধরা দিলো একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ। এই বিষয়ে উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ১১ বছরের নাবালককে বাড়ির উঠান থেকে চা গাছের বেগে টেনে থকে গিয়েছিল লেপার্ড । পরবর্তীতে নাবালককে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজা সাধারণ হাসপাতাল ও পরবর্তীতে আশ্বাশ্রজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় ওই নাবালকের। তারপরেই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে তাসাটি চা বাগানের ঘাসি লাইনে তিনটি খাঁচা পাতে বনদপ্তরা। তাতেই ধরা পড়ে একটি লেপার্ড। তবে বন্দি হওয়া ওে লেপার্ডেই থাকে লেপার্ড কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত নন বনকর্তারা। লেপার্ড খাঁচা বন্দি হওয়ার খবর মেলা মাত্রই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা।

উলুবেড়িয়ায় পূজা কমিটিকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

দূরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৮ অক্টোবর : আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে রবিবার উলুবেড়িয়া রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন দুর্গাপূজা কমিটিকে নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসব যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং সহযোগিতার জন্য প্রশাসনের পক্ষ হতে সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পূনক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইমানুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলী, হাওড়া জেলা শাসক দিপপরিপ্রিয়া পি, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সহ বিভিন্ন থানার ওসি,আই সি সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

দূরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৮ অক্টোবর : আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে রবিবার উলুবেড়িয়া রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন দুর্গাপূজা কমিটিকে নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসব যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং সহযোগিতার জন্য প্রশাসনের পক্ষ হতে সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পূনক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইমানুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলী, হাওড়া জেলা শাসক দিপপরিপ্রিয়া পি, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সহ বিভিন্ন থানার ওসি,আই সি সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর : সিকিমে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ জলপাইগুড়ি যুবক। জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা রাজা দাস কয়েক মাস আগে শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে যান সিকিমে। সিকিমে দুখেগেগে পর পরিবার লোকজন রাজার সাথে কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারছেন না।

Name Change
I SHRI GOBINDA SAHOO, S/O LATE DHANESWAR SAHOO, RESIDING AT PRESENT - 54, TOLLYGUNGE ROAD, SAHANAGAR, KALIGHAT, P.S. TOLLYGUNGE, KOLKATA -700026, AND PERMANENT ADDRESS IS BIDO, DHENKANAL, ODISHA, PIN- 759121, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KABIRAJ SAHOO, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. THAT MD. HASANUZZAMAN AND HASANUZZAMAN MOHAMMED AND HASSANU ZAMAN ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHRI GOBINDA SAHOO, S/O LATE DHANESWAR SAHOO, RESIDING AT PRESENT - 54, TOLLYGUNGE ROAD, SAHANAGAR, KALIGHAT, P.S. TOLLYGUNGE, KOLKATA -700026, AND PERMANENT ADDRESS IS BIDO, DHENKANAL, ODISHA, PIN- 759121, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KABIRAJ SAHOO, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/10/2023. THAT MD. HASANUZZAMAN AND HASANUZZAMAN MOHAMMED AND HASSANU ZAMAN ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

মানবিক রশিদ

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : মাঠে অক্রমগাম্ব্ব ক হয়ে উঠলেও, বাস্তবে তাঁরা একবার প্রমাণ করে দিলেন আফগান ক্রিকেটার রশিদ খান। শনিবার যখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে তাঁর দলা তখনই ভূমিকম্পে কঁপে ওঠে আফগানিস্তান। যার ভয়াবহতা ভয়ঙ্কর। ২ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। নির্যোজ্ঞ এখনও বহা। ধ্বংসাবশেষে আটকে রয়েছেন অনেকে। তাঁদের উদ্ধারের জন্য অভিযান চলছে। এরপরই দেশের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নেন রশিদ। এই বিশ্বকাপে ম্যাচ ফি হিসেবে যা পাবেন তার পুরোটাই দান করে দেবেন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। ম্যাচ শেষ করে সামাজিক মাধ্যমে রশিদ লেখেন, আফগানিস্তানের ভয়াবহ ভূমিকম্পের খবর পেলাম। মূলত দেশের দক্ষিণ প্রান্ত হেরাত প্রদেশে থাকা বসিয়েছে এই বিধ্বংসী ভূমিকম্প। আমি এখনই যোগাণ করছি, এই বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ ফি আমি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দান করছি। খুব তাড়াতাড়ি আমরা তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু করব। যারা এগিয়ে আসতে চান, এগিয়ে আসতে পারেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসা ও আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিচ্ছেন রশিদ। দেশের পাশে দাঁড়িয়ে একজন ভালো মানুষের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের প্রথম পরীক্ষণেই বাংলাদেশের কাছে হারতে হয়েছে আফগানদের। একদিকে প্রথমেই হারার দুঃখ, তার উপরব দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সব মিলিয়ে আফগান প্লেয়ারদের মানসিক অবস্থা দুর্দল হয়ে পড়েছে। বিশ্বকাপের মত মঞ্চে মানসিক অবস্থা এক্স ফ্যাক্টর। আগামী ১১ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে আফগানদের ম্যাচ। তার আগে সামলে ওঠার চ্যালেঞ্জ রশিদদের কাছে।

পেশাদার কামিস

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : একজন সভিকারের ভালো ফুটবলারের এটাই পরিচয়। যে দেশেই যান না কেন টিকই মানিয়ে নেবেন একটা সময়। নতুন পরিবেশে শুরুর দিকে একটু সমস্যা হলেও ক্রমে মানিয়ে নিতে পারার ক্ষমতা পেশাদার ফুটবলের একটি অংশ। জেসন কামিসল সবুজ মেরুন জার্সিতে যত সময় যাচ্ছে ততই যেন খেলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করছেন। জেসন কামিসলের আগমনের খবর পাওয়া মাত্র মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে কার্যত বিদ্রাও খেলে গিয়েছিল। কাতার বিশ্বকাপের সঙ্গে যুক্ত থাকা এক ফুটবলার খেলতে আসছেন ভারতের ক্লাবের হয়ে, রোজ রোজ এমনটা ঘটে না। বড় বাজেটের দল গড়ে এটা সম্ভব করে দেখিয়েছেন মোহন বাগান সুপার জায়ান্ট। নতুন ফুটবলার আসার আগে অনেকেই তাঁর সম্পর্কে ইন্টারনেটে একটু খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। ইউটিউবে গিয়ে দেখে নেন পুরনো কিছু ম্যাচের ক্লিপস। জেসন কামিসের বেশ কিছু ম্যাচের ভিডিও নেটে রয়েছে। একজনও তত পাতা শিকারির মতো গোল করা তাঁর অন্যতম দক্ষতা। প্রথম প্রথম নিস্ত্রান্ত দেখিয়েছিল জেসন কামিসকে। এখন বোঝাচ্ছেন কেন তাঁর মার্কেট ভালু এতটা বেশি। মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে এগারো ম্যাচ খেলেছেন ইতিমধ্যে। এগারো ম্যাচে গোল কন্ট্রিবিউশন দশটি। দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন, গোল করেছেন আটটি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তাঁর রয়েছে দুটো গোল ও একটা অ্যাসিস্ট, এএফসি কাপে চারটি গোল এবং তুরাও কাপে দুটো গোল ও একটা অ্যাসিস্ট রয়েছে জেসন কামিসের নামের পাশে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া ইংল্যান্ড

ধর্মশালা, ৮ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বড় পরাজয় দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। ধর্মশালায় নিজস্বের দ্বিতীয় ম্যাচে মঙ্গলবার বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ইংলিশরা। দ্বিতীয় ম্যাচের পরাজয় তাদেরকে অনেকটাই পিছিয়ে দেবে বলে মনে করেন ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন। ইংলিশ এই অল রাউন্ডার অবশ্য স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত। যদিও ম্যাচটি নিয়ে দলের সব খেলোয়াড়ই দারুন উত্তেজনায় ভুগছেন। সমুদ্রস্ৰেষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪৫৭ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই স্টেডিয়ামটি ভারতের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু। যে কারণে এখানকার আবহাওয়াও অন্য যেকোন ভেন্যুর তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। একইসাথে প্রাকৃতিক দৈর্ঘ্যর্গিক দৃশ্যের কারণে ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামটি পুরো বিশ্বের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। খেলোয়াড়েরাও এখানে খেলতে এলে ভিন্ন এক অনুভূতি নিয়ে মাঠে নামেন। আর সে কারণেই ম্যাচের পাশাপাশি ধর্মশালায় খেলতে এসে বাড়তি এক উত্তেজনাও কাজ করছে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মনে। মে মাসে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে এই মাঠে খেলতে এসে লিভিংস্টোন ৪৮ বলে ৯৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। একের পর এক বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে লিভিংস্টোন যেন মাঠের চারদিকের পাহাড়সমূহকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। লিভিংস্টোনের বিশ্বাস এখানকার পিচ শুভলভে ইংল্যান্ডের মতো এবং এখানে খেলতে এসে মনে হয় নিজ দেশেই তিনি খেলছেন। এ কারণে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের জন্য ধর্মশালা অন্য যেকোন মাঠের চেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি আরও বলেছেন, এটা সত্যিই আসাধারন একটি মাঠ। এখানে ব্যাট করতে নামাটো ভিন্ন। একর এখানকার উচ্চতার কারণে বল দারুনভাবে উড়ে যায়। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে এখানে অনেক রান করা সম্ভব। একের পর এক বাউন্ডারি মারতে পারলে আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়। আমাদের লাইন-আপে যে পরিবারের সারসী ব্যাটার আছে তাতে আমি সত্যিই আশাবাদী। লিভিংস্টোন আরও বলেছেন, প্রথম ম্যাচে হারের পর বাংলাদেশের বিপক্ষে তাদের পরিকল্পনা

ভারতকে পথ দেখালেন বিরাট-রাহুল

চেন্নাই, ৮ অক্টোবর : চিপকে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপে নিজস্বের প্রথম ম্যাচে ২০০ রানের টার্গেট তাত্ত্ব করতে নেমে ভারত ২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়েছিল। সেখান থেকে অবস্থা সামাল দিলেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। এই দুই ব্যাটার ইতিমধ্যেই শতাধিক রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। পরপর তিন উইকেট হারিয়ে শুরুতেই কোন্ঠাসা ভারত। সেখানে দাঁড়িয়ে অষ্টম ওভারে জশ হাজলন্ডের তৃতীয় বলে মিচেল মার্শ বিরাট কোহলির ক্যাচ ফেলেন। আর দিন শেষে ভারতকে জয়ের পথে দেখালেন বিরাট কোহলি। আর তাকে যোগ্য সঙ্গত করেন লোকেশ রাহুল। ৬৬ ওভারে পৌঁছে গিয়েছে ১৫৯ রানে। বিরাট কোহলি অপরাজিত ৮১ রানে ও লোকেশ রাহুল অপরাজিত ৭১ রানে। ভারতকে জিততে আর মাত্র ৪১ রান করতে হবে। হাতে রয়েছে ৮৪ বল ও সাত উইকেট। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাইয়ের চিপকে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে কুপোকাত অস্ট্রেলিয়া। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা স্পিনারদের আক্রমণে আনতেই অজিদের জারিজুরি শেষ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অজি ব্যাটারদের চাপ রেখে দুরন্ত পারফরমাল উপহার দিলেন ভারতীয় বোলাররা। ৪৯.৩ ওভারে অজিরা শেষ ১৯৯ রানেই। রবীন্দ্র জাদেজা পেলেন তিনটি উইকেট। ২টি করে উইকেট দখল করলেন কুলদীপ যাদব ও জসপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ১১ ওভারের শেষে ছিল ১ উইকেটে ৫১। ২৫তম ওভারে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১ উইকেটে ১০২। সেখান থেকে ১৯৯ রানে অল আউট। অজিদের ইনিংসে ডট বলের সংখ্যা ১৭৬টি। যা বিগত ৫ বছরে সবচেয়ে খারাপ তিনটি ইনিংসের একটি। ২.২ ওভারে ৫ রান প্রথম উইকেট পড়েছিল। জসপ্রীত বুমরাহর বলে আউট হন মিচেল মার্শ (৬ বলে ০)। ৭৪ রানে দ্বিতীয় এবং ১১০ রানে তৃতীয় উইকেট পড়ে। ভারতীয়

মেসি ফিরলেও প্লে-অফের স্বপ্নভঙ্গ

মিয়ামি, ৮ অক্টোবর : লিওনেল মেসির জন্য মেজর লিগ সকারের প্রথম মরসুমটা কোন রকমখার গরম মত শেষ হলো না। শনিবার এফসি সিনসিনাতির কাছে ঘরের মঠে ১-০ গোলে পরাজয়ে প্লে অফে খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে মিয়ামির। মরসুম পরবর্তী সময়ে ডিসি ইউনাইটেডও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। শেষ ম্যাচে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ২-০ গোলে পরাজিত করে প্লে অফের জায়গা হারিয়েছে ডিসি ইউনাইটেড। এই ম্যাচে হারের সাথে সাথে দলের ইংলিশ ম্যানেজার প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা ওয়েন রুনি ক্লাবের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তার পদ থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছেন। সেট কাটিয়ে মেসি ৫৫ মিনিটে মাঠে ফিরেছিলেন। কিন্তু প্লে-অফের শীর্ষ দল সিনসিনাতি ৭৮ মিনিটে আর্জেন্টাইন আলভারো ব্যারেলের গোলে জয় নিশ্চিত করে। মেসি এদিন খুব বেশি সময় নিজেকে প্রমান করতে পারেননি। যদিও দুটি ক্রি-কিকের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। দুটি শর্টই পোস্টের অনেক দূর দিয়ে বাইরে চলে যায়। মিয়ামি কোচ জেরার্ডো মাটিনো বলেছেন, সেট থেকে ফিরে নিজেকে প্রমান মাঠেই সহজ নয়। তার



মধ্যে ম্যাচ খেলার অভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এ কারণেই ৬২-৬৩ মিনিট সে মাঠে ছিল। তবে সুসংবাদ হচ্ছে সে সেট থেকে দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠেছে, এখন আর কোন সমস্যা নেই। এই পরাজয়ে মেসির দল ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলের তলানিতে রয়েছে। সর্বশেষ প্লে-অফ পজিশন থেকে তারা সাত পয়েন্ট দূরে রয়েছে, হাতে রয়েছে আর মাত্র দুই ম্যাচ। গত ৩ সেপ্টেম্বরের পর প্রথমবারের মত খেলতে নেমে মেসি ম্যাচ পারাজিত করে প্লে অফের জায়গা হারিয়েছে ডিসি ইউনাইটেড। এই ম্যাচে হারের সাথে সাথে দলের ইংলিশ ম্যানেজার প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা ওয়েন রুনি ক্লাবের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তার পদ থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছেন। সেট কাটিয়ে মেসি ৫৫ মিনিটে মাঠে ফিরেছিলেন। কিন্তু প্লে-অফের শীর্ষ দল সিনসিনাতি ৭৮ মিনিটে আর্জেন্টাইন আলভারো ব্যারেলের গোলে জয় নিশ্চিত করে। মেসি এদিন খুব বেশি সময় নিজেকে প্রমান করতে পারেননি। যদিও দুটি ক্রি-কিকের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। দুটি শর্টই পোস্টের অনেক দূর দিয়ে বাইরে চলে যায়। মিয়ামি কোচ জেরার্ডো মাটিনো বলেছেন, সেট থেকে ফিরে নিজেকে প্রমান মাঠেই সহজ নয়। তার

পাক ম্যাচে জার্সি গুজব ওড়াল বোর্ড

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : নীল রংয়ের জার্সিতেই পরিচিত টিম ইন্ডিয়া। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রঙিন জার্সি আবির্ভাবের পর থেকেই নীল রঙের জার্সিতেই বিশ্বকাপ হোক বা অন্য কোন ক্লাবের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তার পদ থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছেন। সেট কাটিয়ে মেসি ৫৫ মিনিটে মাঠে ফিরেছিলেন। কিন্তু প্লে-অফের শীর্ষ দল সিনসিনাতি ৭৮ মিনিটে আর্জেন্টাইন আলভারো ব্যারেলের গোলে জয় নিশ্চিত করে। মেসি এদিন খুব বেশি সময় নিজেকে প্রমান করতে পারেননি। যদিও দুটি ক্রি-কিকের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। দুটি শর্টই পোস্টের অনেক দূর দিয়ে বাইরে চলে যায়। মিয়ামি কোচ জেরার্ডো মাটিনো বলেছেন, সেট থেকে ফিরে নিজেকে প্রমান মাঠেই সহজ নয়। তার

গেরুয়া থাকলেও পুরো জার্সি গেরুয়া হয়নি। সেই একটি ম্যাচের পর জার্সিটিকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় দলের অনুশীলন জার্সি গেরুয়া হওয়ায় খরবে প্রচার হয়েছিল পাকিস্তান ম্যাচে গেরুয়া রঙের জার্সি পরেই খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। এই প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চর্চা শুরু হয়ে যায়, অনেকেই বলছেন, কাগজপুি পুরোপুরি রাজনৈতিক। রাজনীতির কারণেই ভারতীয় দলের প্র্যাকটিস জার্সির রঙ হবে গেল গেরুয়া। কিন্তু নীল হয়ে কমলা রঙের জার্সি হওয়ার পিছনে কিছু কোনও রাজনৈতিক কারণ নেই। পাকিস্তান ম্যাচ অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। সেই ম্যাচে জার্সি বিব্রাট এড়াতে বিবৃতি দিল বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পাকিস্তানি পক্ষ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান ম্যাচে কোনও ভাবেই গেরুয়া জার্সি পরে খেলতে নামবে না টিম

ইন্ডিয়া। চিরাচরিত নীল জার্সি পরেই খেলতে নামবেন বিরাট রোহিতরা। ভারতীয় বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ আশিস শেখার বলেছেন, কয়েকটি মিডিয়াতে যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে পাকিস্তান ম্যাচে ভারতীয় দল ভিন্ন রঙের জার্সি পরে খেলতে নামবে, তা আমরা নস্যাৎ করে দিচ্ছি। মিডিয়া রিপোর্টগুলি ভিত্তিহীন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারত নীল রঙের জার্সিতেই খেলতে নামবে। অনুশীলনে জার্সির ডিজাইন এক থাকলেও পরিবর্তন হয়েছে শুধু রংয়ে। এই রঙই পাকপাকি থাকবে নাকি বিশ্বকাপের পর পরিবর্তন হবে তা জানা যায়নি। তবে এই নতুন জার্সি দেখে সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। আগামী ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তান মেগা ম্যাচ। আহমেদাবাদেই স্পন্সর মেরুন্দ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ।

চিপকের পিচে অনবদ্য কৃতিত্ব স্যার জাদেজার

চেন্নাই, ৮ অক্টোবর : রবিবার অস্ট্রেলিয়ায়কে দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ভারত। প্রথম ম্যাচেই বল হাতে সফল রবীন্দ্র জাদেজা। সৌরাষ্ট্রের ক্রিকেটার হলেও মহেন্দ্র সিং যোনির মতোই চেন্নাই রবীন্দ্র জাদেজারও দ্বিতীয় হোম গ্রাউন্ড। সিএসকেতে দীর্ঘদিন খেলার সুবাদে চিপকের উইকেটের চরিত্র হাতের তালুর মতোই চেন্না জাদু র কাছে। সেই মাঠেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমে বল হাতে স্পিনের জাদু দেখালেন স্যার জাদেজা। চিপকের পিচে ভারত যে স্পিনন ত্রয়ীকে এগিয়ে দেবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। ভারতীয় দলের স্পিনারদের অজি ব্যাটিংয়ের শিক্ষকলা সমাপ্ত। গোটা ইনিংস জুড়েই অজিদের স্পিনের জালে জড়িয়ে রাখলেন অশ্বিন-জাদেজা-কুলদীপরা। প্রথম ম্যাচেই দাপট দেখাল ভারতের বোলিং বিভাগ। কাগণ অজিদের ইনিংস যে নির্ধারিত ৫০ ওভারের আগেই মাত্র ১৯৯ রানে শেষ হয়ে যায়। জাদেজা ২৮ রানে ৩ ও কুলদীপ ৪২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জসপ্রীত বুমরাহ নিলেন ৬৪ রানে ২ উইকেট। অশ্বিনের বুলিতে এল ৬৪ রানে ১ উইকেট। ভারতের স্পিনের সাননে দাঁড়াতেই পারল না অস্ট্রেলিয়া। চিপকের স্নো পিচে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ল। পুরো ৫০ ওভারও খেলতে পারল না অস্ট্রেলিয়া। ৪৯.৬ ওভারে ১৯৯ রানে অলআউট হয়ে গেল অজিরা। বহিঃ গজে স্পিনন ম্যাজিকে দেখাতে শুরু করে দেন জাদেজা। হাতে বল নিয়ে ফিরিয়ে দেন ফর্মে থাকা স্টিভ স্মিথকে (৪৬)। তাঁর স্পিনের জালে ফিরে যান মার্নাস লাবুশানে ও অ্যালেক্স ক্যারি। এই ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে হরভজন সিংয়ের রেকর্ড ভাঙার পথে আরও একখাপ এগিয়ে গেলেন জাদু। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে উইকেট সংগ্রহের নিরিখে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম স্থানে আছেন ডাভিড। হরভজন সিং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৬৭ ম্যাচে ১০৫ উইকেট নিয়েছেন। সেখানে আজকের পর ৪০ ম্যাচে জাদেজার উইকেট সংখ্যা ১০২। অর্থাৎ আর চারটি উইকেট অজিদের বিরুদ্ধে পেলেই ভারতীয়দের মধ্যে নতুন রেকর্ড গড়বেন জাদেজা। অজিদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক উইকেট নিয়েছেন স্টুয়ার্ড ব্রড ১২৮টি। চেন্নাইয়ের উইকেট এবং পরিবেশ যে তাকে বাড়তি সাহায্য করেছে তা ম্যাচ শেষে জানানলেন জাদেজা। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জাদু বলেন, এই মাঠ এবং এই উইকেট আমার চেন্না। ম্যাচের আগে উইকেটের চরিত্র দেখেই বুঝে পারি বোলিং ঠিক মতো করতে পারলে ২,৩ উইকেট পারো। পরিকল্পনা অনুসারে বোলিং করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি জাদেজা উল্লেখ করেন, শুধু স্পিনন নয়, একইসঙ্গে কিছুটা পেসও মিশিয়েছিলাম বোলিংয়ে, তার জেরেই সাফল্য আসে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের প্রয়োজনে উইকেট পাওয়ায় আমি মুগ্ধ। একইসঙ্গে চেন্নাইয়ের দর্শকদের প্রশংসা করে জাদেজা বলেন, এখানে সব সময় দর্শকদের থেকে বাড়তি একটা সমর্থন পাওয়া যায়। সব সময় ভরা গ্যালারি থাকে। এটা আমাদের কাছে বাড়তি পাওনা।

নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙে মাঠে দর্শক

ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

চেন্নাই, ৮ অক্টোবর : বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচগুলির জন্য টিকিটের হাছাকারের ছবি ফুটে উঠছিল আগেই। কিন্তু টিকিট বিক্রির স্বচ্ছতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল রবিবারীয় চিপক। ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও স্টেডিয়ামের বহু চিট ফাঁকা। এরই মধ্যে বিশ্বকাপের মতো আসরে নিরাপত্তা যে পর্যাপ্ত নয় তা দেখা গেল মাঠে এক দর্শক ঢুকে পড়ায়। ২ বছর পর ভারতের জার্সি পরে ফের মাঠে প্রবেশ ড্যানিয়েল জার্ডিসের। যে প্র্যাক্সটার জার্ডেই ৬৯ নামে জনপ্রিয়। ড্যানিয়েল জার্ডিস একজন ইউটিউবার। ২০২১ সালে ভারত যখন ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল তখনও বার তিনেক তিনি ভারতের জার্সি পরে মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন।



এবার তাঁর বিশ্বকাপ অভিষেকও হয়ে গেল আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের অপদার্থতার সৌজন্যে। যার জেরে বিশ্বের তামাম ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে মুখ পুড়ল ভারতের, যার দায় জয় শাহদেরই। জার্ডে ২০২১ সালে লর্ডস স্টেট চলাকালীন মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন ভারতের জার্সি পরে। তাঁকে চ্যাংদোলা করে বের করে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। ভারতীয় ক্রিকেটাররা যা দেখে বেশ মজাই পেয়েছিলেন। এরপর লিডস টেস্টে জার্ডে প্যাড-হেলমেট পরে ব্যাট নিয়ে নেমে পড়েছিলেন, চার নম্বর ব্যাটার হিসেবে। তখন বিরাট কোহলির নামার কথা ছিল। এরপর কেনিথন ওভালে ফাস্ট বোলিং করতে গিয়ে জার্ডের সঙ্গে থাক্কা লাগে জনি বয়্যারস্টোর। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও করা হয়। জার্ডে এবার চলে এসেছেন ভারতে। এ দেশের আর কোনও মাঠেও তিনি ঢুকে পড়বেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকেই। বিসিসিআই ও আইসিসির জন্য এবারের বিশ্বকাপ এখনও সবধি মানুষের মধ্যে সাড়ই ফেলতে পারেনি। তার মধ্যে জার্ডের এই কাণ্ড! চিপকে তিনি নিরাপত্তাব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারতীয় দলের নীল রঙের জার্সি পরেই মাঠে ঢুকে পড়েন। তাঁর সঙ্গে

এখনই ফিরছেন না কেন উইলিয়ামসন

হায়দরাবাদ, ৮ অক্টোবর : সোমবার হায়দরাবাদে চলতি বিশ্বকাপে নিজস্বের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস। কিউরিন্না উদ্বোধনী ম্যাচে দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ডাচরা পরাস্ত হয়েছে পাকিস্তানের কাছে। প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও খেলতে পারছেন না নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে। তবে ফিটনেসজনিত কারণে প্রথম ম্যাচে বাইরে থাকা লকি ফার্ডসন ও টিম সাউদির কথা প্রথম একাদশ গড়ার ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। চলতি বছর আইপিএল খেলতে এসে সেট পেয়েছিলেন উইলিয়ামসন। এটিএল টিয়ারের জন্য অস্ট্রোপারসও হয়। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচগুলিতে ব্যাটিং করছেন। আজ স্টিভ বলেন, কেনের ফিটনেসের ভালোই উন্নতি হচ্ছে। তবে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। যা তিনি দ্রুতই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আশা করছি, তৃতীয়

ম্যাচ থেকেই তাঁকে পাওয়া যাবে। আজকের অনুশীলনের পরই দল চূড়ান্ত করবেন বলে জানিয়েছেন স্টিভ। প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। ফলে কিউরিয় শিরিরে সে অর্থে খুব চিন্তার কোনও বাতাবরণ নেই। টম ল্যাথাম নেতৃত্ব দিচ্ছেন উইলিয়ামসনের অনুপস্থিতিতে। প্রথম ম্যাচে গভাবের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে মারকাটারি ব্যাটিং করে সতরান হার্কিয়েছেন ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র। নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ম্যাচ খেলবে চেন্নাইয়ে। অক্টোবরের ১৩ তারিখ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। চলতি বিশ্বকাপে সেইটাই হতে চলেছে উইলিয়ামসনের প্রথম ম্যাচ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি লকি ফার্ডসন। তাঁর হাফা চোট ছিল। টিম সাউদির ডান হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙেছিল। তারপর থেকেই মাঠে ফেরার লড়াই চালাচ্ছে। একই স্থানে থেকেও অহিঁনে কিছু যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে সেই সেট লাগার

পর থেকে সাউদি মাঠের বাইরে। স্টিভ বলেন, স্বাভাবিক ছন্দেই অনুশীলন করছেন লকি। আজও সেই ধারা বজায় রাখলে তিনি কালকের ম্যাচ খেলার জন্য প্রস্তুতই থাকবেন। টিম সাউদিও ট্রেনিংয়ে অংশ নিচ্ছেন। পুরোদমে বোলিংয়ের পাশাপাশি সাউদি ফিল্ডিংও করছেন, যা যথেষ্টই ভালো খবর। আজ সাউদির একটি এক্স-রে হওয়ার কথা। তার রিপোর্টের উপরই নির্ভর করবে সাউদি কালকের ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় থাকছেন কিনা। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাঁর খেলতে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই দাবি স্টিভের। ইংল্যান্ড ম্যাচে ১২ জনের মধ্যে থেকে বাছতে হয়েছিল প্রথম একাদশ। সেই তুলনায় এখন ভালো জায়গাতেই রয়েছে গত দুটি বিশ্বকাপের রানার-আপরা। নিউজিল্যান্ড চাইবে জয়ের ধারা বজায় রাখতে। ডাচদের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডই ফেভারিট। অঘটন ঘটতে মরিয়া থাকবে নেদারল্যান্ডস।



সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now



ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন